বসন্তসেনা

(সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের মর্ম্মানুবাদ)

মান, রামপ্রসাদ, পৌরাণিক পঞ্চরং, নাট্যবিকার,
বার-বাহার প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত।

(রঙ্গমঞ্চে অভিনীত)

কলিকাতা ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজানকীনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৬ সাল।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

নিবেদন।

যে সকল সংস্কৃত নাটক এক্ষণে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গল্পাংশে ও ঘটনার সমাবেশে ইহা বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উপযোগী বলিয়া রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য "বসন্তসেনা" নামে উহার একখানি মর্ম্মানুবাদ বঙ্গীয় ভাষায় প্রস্তুত করা হয়। সেইখানি এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মূলগ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুবাদিত করা হয় নাই; আবশ্যক মতে স্থান-বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু মূলগ্রন্থের ঘটনা সমূহের ধারা-বাহিকতা রক্ষা করিতে যত্ন করা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কোন অংশ বর্দ্ধিত বা বিকৃত করা হয় নাই। তবে ৺মধুসূদন বাচস্পতি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রণীত গদ্য "বসন্তসেনা" অবলম্বনে সংস্থানকের বাক্যাংশের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহাতে মূল গ্রন্থকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই বলিয়া অনুবাদকের বিশ্বাস। বর্ত্তমান গ্রন্থপাঠে যদি কাহারও মূল নাটক পাঠের ও অভিনয়ের প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে বর্ত্তমান অনুবাদক নিজের পরিশ্রম সফল হইল জানিয়া সুখী হইবেন।
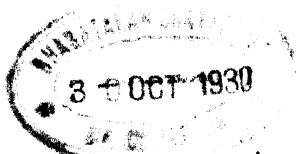
বসন্তসেনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ

(চারুদত্তের প্রবেশ)

চারু। হায় হায়! যেখানে দেবতার বলিদ্রব্য ভক্ষণ করতে সারস ও মরালগণ কত কুতূহলে আগমন করতো, আমার অদৃষ্ট-দোষে এখন সেখানে তৃণ জন্মেছে; আর যা কণিকামাত্র সেখানে পতিত হচ্ছে, তা কেবল সামান্য কীটানুর ভক্ষ্য হচ্ছে।

(মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হ'ক।

চারু। এস এস, আমার সর্ব্বসময়ের মিত্র মৈত্রেয় এস। সমস্ত কুশল তো?

মৈত্রেয়। হাঁ ভাই, সমস্ত মঙ্গল। তোমার প্রিয়বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ জাতি-কুসুম-বাসিত এই উত্তরীয় বস্ত্রখানি তোমাকে দিয়েছেন, পূজা সাঙ্গ হলে এইখানি পরবে। (প্রদান)

(চারুদত্তের বস্ত্রগ্রহণ ও মৌনাবলম্বন)

মৈত্রেয়। ভাবছ কি?

চারু। দুঃখ পরে সুখ আগমন।
অন্ধকারে দীপ দরশন ॥
সুখ পরে দুঃখেতে পতন।
বেঁচে থাকা—জীবন্ত মরণ ॥

মৈত্রেয়। বয়স্ত, দুঃখিত হয়োনা। তুমি এখন নির্ধন হয়ে পড়েছ বটে, কিন্তু তোমার ধন দরিদ্রগণকে অর্পিত হয়েছে, অপাত্রে পড়েনি।

চারু। ভাই, আমি অর্থাভাবের জন্য দুঃখিত নই, কিন্তু আমার অর্থ নাই বলে যে অতিথিগণ আমায় পরিত্যাগ করেন এই দুঃখেই আমার অন্তর নিরন্তর তাপিত হচ্ছে। আরো দেখ—অর্থহীন হলেই বন্ধুহীন হতে হয়, লজ্জা অপমান এসে তার বুদ্ধিকে আক্রমণ করে; জ্ঞান হারালেই পদে পদে বিপদ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হয়। এক অর্থনাশই সমস্ত অনর্থরাশির মূল।

মৈত্রেয়। ভাই, বৃথা দুঃখ করোনা। সম্পদ বিপদ এই উভয় কালকেই মহাজনেরা সমভাবে দেখেন।

চারু। গৃহদেবতাদের বলি সমাপন হয়েছে, এখন ভাই তুমি চতুষ্পথে গিয়ে মাতৃদেবতা উদ্দেশে বলি দিয়ে এস।

মৈত্রেয়। আমি যাবনা।

চারু। কেন?

মৈত্রেয়। কি হবে গিয়ে? দেবার্চ্চনায় ফল কি? এই যে তুমি এত করছো, কৈ তাঁরা তোমার কি করলেন?

চারু। ছি ভাই, এমন কথা বোলোনা। গৃহস্থধর্ম্মের যা কর্ত্তব্য তা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত। ফল দেখবার প্রয়োজন কি?

মৈত্রেয়। না আমি যাব না; এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, পথে বিটেরা, বেশ্যারা আর রাজার অনুচরেরা বেরিয়েছে, তাদের কারোর হাতে পড়লে আমায় সর্প হস্তে মূষিকের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হবে। তুমি নিজেই কেন যাওনা ?

চারু। ভাল, তবে তুমি একটু অপেক্ষা করবে এস, আমি জপটা সেরে নিই। (উভয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ)

(বসন্তসেনার দ্রুত প্রবেশ)

নেপথ্যে। বসন্তসেনা! দাঁড়াও দাঁড়াও।

(বিট ও সংস্থানকের প্রবেশ)

সংস্থা। দাঁড়া বসন্তসেনা, দাঁড়া দাঁড়া! রাত্রেও আমাকে ঘুমুতে দিবিনি, দিনেও আমাকে দেখতে দিবিনি ? এখন তোকে রাখে কে ? রাবণের হাতে যেমন কুন্তী পড়েছিল, আজ আমার হাতে তেমনি তোকে পড়তে হবে।

বিট। বজ্রধ্বনিতে সারসী যেমন চমকিত হয়, সেই রকম চমকিত হয়ে কেন পালাচ্ছ ?

সংস্থা। রামের কাছ থেকে যখন দ্রৌপদী পালায়, তখন যেমন তার ভূষণের ধ্বনি হয়েছিল, সেই রকম ঝনৎ ঝনৎ ধ্বনি করে কোথা যাচ্ছিস ? তা আমি ছাড়চিনি। হনুমান যেমন সুভদ্রাকে আক্রমণ করেছিল, আমিও তোর উপর ঠিক সেইরূপ হুপ করে গিয়ে পড়ছি।

বিট। বসন্তসেনা, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?

সংস্থা। শৃগালীর পশ্চাতে যেমন কুকুর ছোটে, তেমনি আমরাও তোর অনুসরণ করছি।

বসন্ত। পল্লবিকে! পল্লবিকে!

সংস্থা। মাস্ত! মাস্ত! এর সঙ্গে বুঝি অন্তলোক আছে।

বিট। থাকলেই বা, ভয় কি?

বসন্ত। মাধবিকে! মাধবিকে!

বিট। মূর্খ! বসন্তসেনা দাসীদের খুঁজছে।

সংস্থা। মেয়েমানুষ তো? তার আর ভয় কি? আমি একা একশ' মেয়েমানুষের মহড়া নিতে পারি।

বসন্ত। তাইত, আমার দাসীরাত কেউ নিকটে নাই, এখন আপনাকেই আপনার মান প্রাণ রক্ষা করতে হবে।

বিট। ডাকনা, তোমার দাসীদের ডাকনা।

সংস্থা। ও তোর পল্লবকেই ডাকিস, আর মাধবিকাকেই ডাকিস, আর তোর সমস্ত বসন্তকালকেই ডাকিস, আমার হাত থেকে আর কিছুতেই তুই এড়াতে পারবিনি। জমদগ্নির বেটা ভীমসেনই আসুক আর কুন্তীর বেটা দশাননই আসুক, এই তোর চুলে ধরে দুঃশাসনের মত করি, কৈ কার সাধ্য এগুক দিকি দেখি!

বসন্ত। আমি অবলা।

বিট। সেই জন্যই এখনো বেঁচে আছ।

সংস্থা। আর সেই জন্যই তো তোকে মেরে ফেলিনি।

বসন্ত। (স্বগতঃ) এদের মতলব কি বুঝতে পারছিনি। (প্রকাশ্যে) তোমরা কি আমার গহনা নিতে ইচ্ছা কর? তাই নিয়ে যদি ক্ষান্ত হও, তাহ'লে আমায় ব্যস্ত কোরোনা, আমি সমস্তই খুলে দিচ্ছি।

বিট। গহনায় আমাদের কোন দরকার নাই। কোমল লতিকার ফুল ছিঁড়তে কে ইচ্ছা করে বল?

বসন্ত। তবে কি চাও?

সংস্থা। আমি স্বর্গীয় পুরুষ, দ্বিতীয় নটবর শ্যাম, আমায় বরণ কর্।

বসন্ত। দূর হ' হতভাগা! যতবড় মুখ ততবড় কথা?

বিট। কেন বসন্তসেনা একথা বল্লে? তুমি বেশ্যা—বেশ্যার প্রেমে ত সকলেরি অধিকার আছে। দেখ কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণ, সকলেই একনদীতে স্নান করতে পারে। কাক আর ময়ূর একশাখার উপরেই বসতে পারে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল জাতই এক নৌকায় ত পারাপার হতে পারে।

বসন্ত। তুমি যা বলছ তা সত্য হতে পারে, কিন্তু এইটি জেনো যে গুণেই প্রণয়ের সঞ্চার হয়, বলপ্রকাশে নয়।

সংস্থা। না, এ বেটী দেখ্‌ছি সেই হতভাগা চারুদত্তার প্রেমে মজেছে। দেখ, সেই চারুদত্তার বাড়ী আমাদের বাঁয়ে, যেন সট্‌কান্ দেয়না।

বিট। (স্বগতঃ) না, কি আহাম্মকের হাতেই পড়েছি! ঠিকানাটাও বলে দিলে! বসন্তসেনা চারুদত্তে অনুরক্তা; তা ভালই হয়েছে, রত্নেই রত্ন মিলিত হয়। বসন্তসেনাকে ছেড়ে দিই, এ গণ্ডমূর্খ হ'তে আর কি হবে? (প্রকাশ্যে) কি বল্লে? এই বাঁদিকেই তার ঘর?

সংস্থা। হাঁ হাঁ—এই যে—এই বাঁয়ে।

বসন্ত। (স্বগতঃ) আঃ! চারুদত্তের বাড়ী এত নিকট? এ দুষ্টেরা আমার বিলক্ষণ উপকার করেছে। এইবারে পালাবার চেষ্টা করি। (অগ্রসর)

সংস্থা। কৈ আরত দেখতে পাচ্ছিনি!

বিট। তাইত যে অন্ধকার! আকাশ থেকে কাজলবৃষ্টি হচ্ছে নাকি? বসন্তসেনার কোন চিহ্ন পাচ্ছ কি?

সংস্থা। কি রকম?

বিট। এই, নূপুরের শব্দ কি মালার গন্ধ?

সংস্থা। মালার গন্ধ শুনতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু অন্ধকারে নাক ভরে গেছে, তাইতে নূপুরের শব্দ ভালরকম করে দেখতে পাচ্ছিনি।

বিট। (জনান্তিকে বসন্তের প্রতি) বুঝতে পারলে?

বসন্ত। বুঝিছি। (স্বগতঃ) আহা এ লোকটা আমার বিশেষ উপকার করলে। (নূপুর ও মালা মোচন) এইদিকেই চারুদত্তের বাড়ী। ভালকরে দেখি,—তাইত দরজা বন্ধ যে!

(সংস্থানক ও বিটের ইতস্ততঃ অন্বেষণ, দ্বারদেশ দিয়া
রদনিকার নির্গমন ও বসন্তসেনার
বাটীর মধ্যে গমন)

সংস্থা। (বিটকে ধরিয়া) মাস্ত! মাস্ত! ধরিছি, ধরিছি।

বিট। দূর মূর্খ! ওযে আমি।

সংস্থা। অ্যাঁ, তুমি! তা তুমি একটু সরে দাঁড়াও না।

(বিটকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্বেষণ ও
রদনিকার কেশাকর্ষণ করতঃ)

এইবারে ধরিছি; মাস্ত, এইবারে চুলের মুঠি ধরিছি। চাণক্য যেরকম দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, ঠিক সেইরকম করেই ধরিছি।

রদ। আপনারা একি করছেন?

বিট। অন্ত স্ত্রীলোকের স্বর বলে বোধ হচ্ছে না?

সংস্থা। দরকার হলে ওরা ওরকম স্বর বদলে থাকে; দুধ চুরি করে খাবার সময় বেরালে নানারকম স্বরভঙ্গী করে, দেখনি?

বিট। তা হবে; ছেলেবেলা থেকেই ওরা ছল শেখে আর সা-রে-গা-মা সাধে।

সংস্থা। ও যাই করিস, আর তোকে ছাড়চিনি। ও শম্ভুকেই ডাক্ আর শঙ্করকেই ডাক্ আর মহাদেবকেই ডাক্, দেখি এদের মধ্যে কে এসে তোকে রক্ষা করে!

(দীপালোক হস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। একি! রদনিকে?

সংস্থা। এ আবার কে? (রদনিকাকে পরিত্যাগ)

মৈত্রেয়। ব্যাপারটা কি?

রদ। আপনার সঙ্গে বলির জিনিস রাস্তায় দেবার জন্য প্রভু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনি প্রদীপ জ্বালতে গেছেন শুনে আমি সবেমাত্র বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, আর এই ইনি আমার চুলের মুঠি ধরলেন।

মৈত্রেয়। কি! আমার বয়স্তের দাসীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার? তবে এই দুষ্টই যত নষ্টের গোড়া। ওরে ভগিনী-ভাগ্যোপজীবী রাজ-শ্যালক! তুই মনুষ্যনামের অযোগ্য।

বিট। মহাব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা করুন, আমার কোন অপরাধ নাই।

মৈত্রেয়। চারুদত্ত বিত্তহীন হয়েছে বলে কি তার পরিজনের অপমান করবি? আমাদের অদৃষ্টের ন্যায় বক্র এই যে যষ্টি, এইযষ্টির দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করে ফেলবো।

সংস্থা। বটে? আচ্ছা, সেই দরিদ্র বামনকে বলিস যে বসন্তসেনা বলে একজন ধনবতী বেশ্যা তাকে মদন-উদ্যানে দেখে পর্য্যন্ত তাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে; কিছুতেই সে মাগী আমার কথা শুনছেনা। তাকে ধরবার জন্য আমরা তার পাছে পাছে আসছিলেম, অন্ধকারে এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছে। যদি বিচারালয়ে অভিযোগ করবার আগে আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়, তাহ'লে ভীম-দুঃশাসনের মত তার সঙ্গে বন্ধুতা করবো; আর যদি তার গ্রহ ধরে থাকে আর বাঁচবার সাধ না থাকে, আর বসন্তসেনাকে ফিরিয়ে না দেয়, তাহ'লে জানিস যে তার সঙ্গে আমার চিরকাল হরি-হরের মত শক্রতা থাকবে,—বুঝলি?

মৈত্রেয়। বলবো।

সংস্থা। ভাল করে বলবি, শীগ্‌গির বলবি, আর এমন করে বলবি যে আমি যেন আমার প্রাসাদের ছাদে বসে সব শুনতে পাই।

[প্রস্থান।

মৈত্রেয়। রদনিকে, এই দুর্ব্বৃত্তেরা যে তোমাকে অপমান করেছে এ কথা যেন চারুদত্তকে বোলোনা। একে সে নিজের অবস্থার জন্য মর্ম্মাহত, তার উপর তোমার এই অপমানের কথা শুনলে প্রাণে দ্বিগুণ ব্যথা পাবে।

রদ। আপনার সেজন্য কোন ভাবনা নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

(চারুদত্ত আসীন ও অনতিদূরে দ্বারে বসন্তসেনা দণ্ডায়মান)

চারু। রদনিকে, রোহসেনের হিম লাগবে, তুমি তার গায়ে এই কাপড়খানা দাওগে। (বসন্তের গায়ে উত্তরীয় নিক্ষেপ)

বসন্ত। (স্বগতঃ) ইনি আমাকে দাসী মনে করেছেন, আমারো প্রার্থনা তাই।

চারু। দাঁড়িয়ে রইলে যে? রোহসেনকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও।

বসন্ত। (স্বগতঃ) আমি হতভাগিনী! গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে আমার অধিকার নাই।

চারু। উত্তর দিচ্ছনা কেন? ওহো বুঝেছি বুঝেছি, সময় মন্দ হলে চিরভক্ত পরিজনেরাও বিরক্ত হয়। তোমার কোন দোষ নাই রদনিকে!

(রদনিকা ও দীপহস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। কার সঙ্গে কথা কচ্ছো? এই যে রদনিকা।

চারু। এ তবে কে?—আমায় মার্জ্জনা করুন। পরস্ত্রীকে আমি উত্তরীয় স্পর্শে দূষিতা করেছি।

বসন্ত। (স্বগতঃ) ভূষিতা করেছেন বলুন।

মৈত্রেয়। সখে! ইনি বসন্তসেনা, মদন-উদ্যানে তুমি যাঁকে দেখেছিলে, তোমাকে বোধ হয় তিনিই প্রণয়দান করতে এসেছেন।

চারু। (স্বগতঃ) বৃথা আশা! দরিদ্র দশায় এ প্রণয়ের

প্রতিদান করতে আমি সমর্থ নই। দরিদ্রের প্রেম ভীরুর ক্রোধের ন্যায় মনেই উদয় হয় আবার মনেই লয় পায়।

মৈত্রেয়। রাজার শালা সংস্থানক তোমায় একটী কথা বলতে বলেছে।

চারু। কি কথা?

মৈত্রেয়। বল্লে যে এই বসন্তসেনা মদন-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হয়েছে; সেই জন্য বলে একে ধরবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় ছুটে এসে এ তোমার আশ্রয় নিয়েছে। তুমি যদি একে ভালয় ভালয় ফিরে দেও ত ভালই, নচেৎ তোমার সঙ্গে তার চিরকালের জন্য শত্রুভাব থাকবে।

চারু। সে পাগল, তার কথা ছেড়ে দাও। (স্বগতঃ) আহা বসন্তসেনা রাজপ্রাসাদকে উপেক্ষা করে এই দীনের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে, তোমাকে না জেনে অপমানিত করে আমি অপরাধী হয়েছি। (মস্তকাবনত করণ)

বসন্ত। আর্য্য, ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করতে আমার অধিকার নাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (মস্তকাবনত করণ)

মৈত্রেয়। (সহাস্যে) না, এ মন্দ নয়। বাতাসে উলুবনের মত বেশ মাথা ঠোকাঠুকি চলছে। এখন আমিও মাথা নুইয়ে বলছি, তোমাদের দুজনের এখন মাথা তুলতে আজ্ঞা হক।

বসন্ত। (স্বগতঃ) আহা প্রিয়তমের বিনয় ব্যবহার কি সুন্দর! আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত হচ্ছেনা। (প্রকাশ্যে) আর্য্য, যদি দাসীকে আপনার কৃপাপাত্রী বলে মনে করেন,

তাহ'লে আমি ইচ্ছা করি যে আমার অলঙ্কারগুলি আপনার এখানে রেখে যাই। অলঙ্কারের লোভে দুষ্টেরা পথে অত্যাচার করতে পারে।

চারু। এ বাড়ী অত বহুমূল্য দ্রব্য রাখবার স্থান নয়।

বসন্ত। লোকে মানুষকে বিশ্বাস করে, বাড়ীকে নয়।

চারু। বয়স্য, তবে গহনাগুলি ধর।

বসন্ত। আঃ বাঁচলেম। (মৈত্রেয়ের হস্তে অলঙ্কার প্রদান)

মৈত্রেয়। স্বস্তি।

চারু। দূর মূর্খ! এ যে গচ্ছিত রাখছে—দান নয়।

মৈত্রেয়। (স্বগতঃ) তবে চুরি যাক্‌গে।

বসন্ত। আর্য্য, পাছে দুরাচারেরা আবার অত্যাচার করে সেই জন্য মৈত্রেয় মহাশয় যদি আমায় সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে পৌঁছে দেন, তাহ'লে বড় ভাল হয়।

চারু। সখা তবে যাও।

মৈত্রেয়। আমার কর্ম্ম নয়। তুমিই কেন যাওনা? আমারো কি পথে কোন ভয় নাই?

চারু। ভাল, দুজনেই যাই চল। দেখ, এই অলঙ্কারগুলি রাত্রে তোমার কাছে আর দিনের বেলা বর্দ্ধমানকের কাছে থাকবে। (নেপথ্যাভিমুখে) বর্দ্ধমানক! পথে যাবার যোগ্য আলো জাল ত।

নেপথ্যে বর্দ্ধ। তেল কোথা ঠাকুর?

চারু। ধনহীন-পুরুষ-ত্যাগিনী বারবিলাসিনীর ন্যায় আমাদের প্রদীপও স্নেহশূন্য হয়েছে। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(সম্বাহককে ধরিয়া দ্যূতকর ও মাথুরের প্রবেশ)

মাথুর। পালাবি কোথায় ?

দ্যূত। দে, এখনি দে বলছি।

মাথুর। খেলতে পারিস আর হারলে দিতে পারিসনি ?

দ্যূত। শীগ্‌গির দশ মোহর দে।

সম্বা। দেব বলছি।

মাথুর। দেব কি ? এখনি দে।

দ্যূত। আবার পালাবি নাকি ?

মাথুর। (ভূমিতে রেখা দিয়া) এই গণ্ডী দিলেম, কেমন পার হয়ে যাবি যা দেখি ?

সম্বা। (স্বগতঃ) তাইত, জুয়ো খেলোয়াড়দের এমন নিয়ম নয় যে গণ্ডীর বাইরে যায়, কি করা যায় ?

মাথুর। ভাবছিস কি ? একটা বন্দোবস্ত করে ফেল্‌না।

সম্বা। তাই করি। (জনান্তিকে দ্যূতকরের প্রতি) অর্দ্ধেকটা ছেড়ে দাও।

দ্যূত। ভাল, তাই দিলেম।

সম্বা। (জনান্তিকে মাথুরের প্রতি) অর্দ্ধেক যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে বাকী দেনার জন্য একটা জামিন দিই।

মাথুর। কাজে কাজেই তাই।

সম্বা। তুমি অর্দ্ধেক দেনা ছেড়ে দিলে ?

দ্যূত। দিলেম।

সম্বা। তুমি অর্দ্ধেক ছেড়ে দিলে ?

মাথুর। দিলেম।

সম্বা। (উভয়কে) নমস্কার নমস্কার। (গমনোদ্যত)

দ্যূত। যাচ্ছিস কোথায় ?

সম্বা। কেন ? তুমিও অর্দ্ধেক ছেড়ে দিলে, ইনিও অর্দ্ধেক ছেড়ে দিলেন, এই ত দেনা সব চুকে গেল।

মাথুর। ও সব চালাকি চলবে না, দে বলছি।

সম্বা। কেমন করে দেব ?

মাথুর। তোর বাপকে বেচে দে।

সম্বা। কোথায় আবার সে ?

মাথুর। তবে তোর মাকে বেচে দে।

সম্বা। কোথায় আবার সে ?

মাথুর। তবে তোকে বেচে দে।

সম্বা। তা বেশ। আমাকে কেউ কিনবে গা ?—কৈ, কেউ ত মনোযোগ করলে না। হায় হায়! আর্য্য চারুদত্তের দুরবস্থা না হলে কি আর এখন দশটা মোহরের জন্ত আমার এমন দুর্দ্দশা হয় ?

মাথুর। (সম্বাহককে টানিয়া) দে বলছি।

সম্বা। (পতিত হইয়া) রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমায় মেরে ফেললে গো, আমায় রক্ষা কর।

(দর্দ্দুরকের প্রবেশ)

দর্দ্দু। (স্বগতঃ) জুয়ো খেলায় এক সময় আমি রাজার মত ঐশ্বর্য্য করেছিলেম, আবার সেই জুয়ো খেলাতেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। মাথুর না ? পালাব নাকি ? না, ভয় কি ও বেটাকে ?

সম্বাহককে নিয়ে টানাটানি করছে কেন? (প্রকাশ্যে) ব্যাপারটা কিহে?

মাথুর। এই দেখনা, এ বেটা দশটা মোহর হেরেছে, এখন দিতে চাচ্ছেনা।

দর্দ্দুর। ছিছি ছিছি! অতি তুচ্ছ বিষয়, অতি তুচ্ছ বিষয়; ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

মাথুর। ওঃ! ওঁর একখানা আস্ত চাদর কেনবার ক্ষমতা নাই, বলা হচ্ছে অতি তুচ্ছ বিষয়! দেখনা, চাদরের ছিরিটে একবার দেখনা। (ছিন্ন চাদর প্রদর্শন)

দর্দ্দুর। আচ্ছা আমি তোমার টাকা দিইয়ে দিচ্ছি।

মাথুর। তা বেশ, দেওয়াও।

দর্দ্দুর। তুমি ওকে দশটা মোহর ধার দেও, ও আবার খেলুক, যদি জেতে ত দেনা শোধ করবে।

মাথুর। আর যদি হারে?

দর্দ্দুর। তাহ'লে আর কেমন করে দেবে?

মাথুর। যাও যাও, তোমার আর কথায় কাজ নাই। ভাল, তোমার যদি এত দয়া হয়ে থাকে, তাহ'লে তুমিই কেন দাওনা?

দর্দ্দুর। আমি ত আর তোমার মত বর্ব্বর নই।

মাথুর। কে বর্ব্বর?

দর্দ্দুর। তুমি।

মাথুর। তোমার বাপ বর্ব্বর।

দর্দ্দুর। কি! যতবড় মুখ ততবড় কথা?

(উভয়ের বিবাদ ও সম্বাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করণ, মাথুর কর্ত্তৃক সম্বাহকের নাকে আঘাত ও সম্বাহকের ভয়ে পতন।)

দর্দ্দু। এর সমুচিত ফল কাল বিচারালয়ে দেখতে পাবি।

মাথুর। আচ্ছা দেখবো।

দর্দ্দু। কেমন করে দেখবি ?

মাথুর। (চক্ষু প্রসারণ করিয়া) এই এমনি করে।

(দর্দ্দুরক কর্ত্তৃক মাথুরের চক্ষে ধূলিপ্রদান
ও দ্যূতকর কর্ত্তৃক মাথুরের সেবা,
সম্বাহকের পলায়ন)

দর্দ্দু। (স্বগতঃ) তাই ত, মাথুরের সঙ্গে মারামারি করাটা ভাল হয়নি, সরে পড়াই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

মাথুর। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দে, আমার দশ মোহর দে।

দ্যূত। কাকে বলছো ? সম্বাহক ত চম্পট দিয়েছে।

মাথুর। আর দর্দ্দুরক বেটাও সরেছে দেখছি। চল, আগে সম্বাহকের সন্ধান নিইগে, তার পর সে বেটার বিহিত করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

(বসন্তসেনা ও মদনিকা)

বসন্ত। (গালে হাত দিয়া) তার পর ? তার পর ?

মদ। কৈ, কোন কথাই ত হয়নি ?

বসন্ত। আমি কি বল্লেম ?

মদ। সেকি! তুমি বল্লে 'তার পর' 'তার পর'—তাও ভুলে গেলে নাকি?

বসন্ত। আমি কি এমন কথা বলেছিলেম?

মদ। বল্লে বই কি? তোমার এমন ভাব দেখছি কেন?

বসন্ত। আমার ভাব দেখে তোর কি অনুভব হয়?

মদ। তোমার শূন্য-হৃদয় দেখে মনে হয় যেন তাকে কোন পুণ্যবান্ লোককে দান করেছ। কে সে লোক জানতে পারিনি?

বসন্ত। তুই কি আমার সঙ্গে মদন-উদ্যানে যাসনি?

মদ। এতক্ষণে বুঝেছি। কাল রাত্রে আসতে আসতে যাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলে, তিনিই কি?

বসন্ত। তাঁর নাম কি বল্ দেখি?

মদ। তিনি থাকেন শ্রেষ্ঠী-চত্বরে।

বসন্ত। আমি তাঁর বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

মদ। তাঁর সুচারু নাম চারুদত্ত।

বসন্ত। ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস।

মদ। শুনিছি তিনি নাকি বড় গরীব।

বসন্ত। সেই জন্যই তাঁকে ভালবেসেছি। জগতের লোকে দেখুক যে গণিকারা গুণের বশীভূত হতে পারে কি না!

মদ। তাঁর সঙ্গে দেখাশোনার উপায় কি?

বসন্ত। বড় কঠিন; কারণ আমি ধনবতী আর তিনি নির্ধন, সহজে যে তিনি দর্শন দেন আমার ত মনে হয়না। তবে এক উপায় করেছি।

মদ। ও বুঝেছি। সেই জন্যই তাঁর কাছে গহনাগুলো রেখে এসেছ, না?

(সম্বাহকের প্রবেশ)

সম্বা। আমায় রক্ষা করুন, আমায় রক্ষা করুন, দেনার দায়ে দামার প্রাণ যায়।

মদ। তুমি কে? কি কর? কাকে ভয়?

সম্বা। পাটলিপুত্র নগরে আমার বাড়ী। আমি পা টিপতে শিখেছিলেম। ঘটনাক্রমে এই উজ্জয়িনী নগরে এক মহাশয়ের কাছে চাকরী করি। আহা তাঁর মত মিষ্টভাষী আর দয়ালু লোক পৃথিবীতে আর নাই। আহা লোককে দান করে করেই তিনি একেবারে—

বসন্ত। গরীব হয়ে পড়েছেন?

সম্বা। না বলতে বলতে আপনি বুঝলেন কেমন করে?

বসন্ত। এ আর না বুঝতে পারে কে? গুণ আর ধন এক জায়গায় থাকেনা। যে পুকুরের জল মুখে দেওয়া যায়না সেই পুকুরই জলে পরিপূর্ণ থাকে; তার পর?

মদ। তাঁর নাম কি?

সম্বা। আর্য্য চারুদত্ত।

বসন্ত। মদনিকে, মদনিকে! এর বড় কষ্ট হচ্ছে, একে বাতাস কর। তুমি ভাল হয়ে বস।

সম্বা। (স্বগতঃ) একি! আর্য্য চারুদত্তের নাম করেছি বলে এত আদর! আহা ধন্য চারুদত্ত! পৃথিবীর ভিতর তুমিই একা বেঁচে আছ, আর সকলে নিঃশ্বাস ফেলে মাত্র। (প্রকাশ্যে) আমি বসছি, আপনি বসুন।

বসন্ত। তার পর? তার পর?

সম্বা। তার পর তিনি ক্রমে ক্রমে গরীব হয়ে পড়লেন,

আমাকে আর রাখতে পারলেন না; তার পর অদৃষ্টের দোষে জুয়ো খেলায় মত্ত হলেম। সম্প্রতি দশ মোহর হেরেছি, আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছে।

নেপথ্যে। এই বাড়ীতে ঢুকেছে, এই বাড়ীতে ঢুকেছে।

সখা। বোধ হয় ওরা সন্ধান করে এখানে এসেছে, আমার রক্ষা করুন রক্ষা করুন।

বসন্ত। ভয় নাই ভয় নাই। (বালা খুলিয়া মদনিকার হস্তে প্রদান) মদনিকে, বাইরে গিয়ে দেখ কারা এসেছে। যদি তারা এঁকে ধরতে এসে থাকে তাহ'লে তাদের বলিস যে ইনিই এই বালা দিয়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করছেন।

[মদনিকার প্রস্থান।

সখা। আপনি যে আমার উপকার করলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে আমার পুরাণো বিস্তাটা আপনার দাসীকে শিখিয়ে যাই।

বসন্ত। না, তার দরকার নাই। বরং পূর্ব্বে যাঁর সেবা করেছিলে আবার যদি তাঁর কাছে থাকতে পার তাহ'লে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হই।

সখা। আজকের অপমানে আমার বড় লজ্জা হয়েছে। আর আমি সংসারে থাকবো না। আমি এখনি পরিব্রাজক বেশে বুদ্ধ-দেবের চরণে শরণ লইগে।

বসন্ত। বিবেচনা করে কাজ করা ভাল।

সখা। আর আমাকে অনুরোধ করবেন না, মনে রাখবেন যে জুয়াড়ে সম্বাহক ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

মদ। তারা খুসী হয়ে চলে গেল।

(সাহ্লাদে কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণ। কৈ কৈ ঠাকরুণ কৈ ?

মদ। মর ছোঁড়া, হয়েছে কি ? দেখতে পাচ্ছিসনি ?

কর্ণ। আর্য্যে ! (অভিবাদন)

বসন্ত। কর্ণপূরক, আজ তোমায় বড় খুসী দেখছি যে ?

কর্ণ। আজ এ দাসের বিক্রম দেখতে পেলেন না এইটেই দুঃখ রইল।

বসন্ত। কি রকম ?

কর্ণ। তবে শুনুন। আপনার সেই দুরন্ত হাতীটে শিকলি ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তার পর একজন সন্ন্যাসীর ঘাড়ে পড়ে তাকে দাঁতে চিরে ফেলে আর কি, সকলে হায় হায় করতে লাগল। তার পর আমি ছুটে গিয়ে একটা লোহার ডাণ্ডা এনে হাতীকে হাত করলেম আর সন্ন্যাসীর প্রাণরক্ষা করলেম।

বসন্ত। আঃ !—তার পর ?

কর্ণ। তার পর সেই ভিড়ের ভিতর থেকে একজন সাধু-পুরুষ এসে আমাকে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তাঁর কাপড় চোপড় বড় ভাল নয়। আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর গায়ের চাদরখানা আমার গায়ে ফেলে দিলেন।

বসন্ত। ও চাদরখানায় কি জাতিফুলের গন্ধ আছে ?

কর্ণ। হাতীর মদগন্ধে আমার নাক ভরে গেছে, আপনি দেখুন না।

বসন্ত। চাদরে কোন নাম লেখা আছে কি ?

কর্ণ। আছে, আপনি পড়ে দেখুন না। (চাদর প্রদান)

বসন্ত। (পড়িয়া) আঃ 'চারুদত্ত'! (গাত্রে চাদর রক্ষা) তোমার সাহসের কথা শুনে আমি বড় খুসী হয়েছি, পুরস্কার নাও। (হস্ত হইতে বালা মোচন করিয়া প্রদান) সে সাধুপুরুষ এখন কোথায় ?

কর্ণ। রাজপথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে এলেম।

বসন্ত। মদনিকে, চল্ চল্ ছাদে গিয়ে দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

(চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ, পশ্চাতে দীপহস্তে বর্দ্ধমানক)

চারু। আহা এমন সঙ্গীত আমি কখন শুনিনি। রেভিলের মত গায়ক ত আমি কোথাও দেখিনি। বীণার তান কি মধুর—কি মধুর! বীণা রত্নাকর-সম্ভূত না হলেও স্বর্গীয় রত্নবিশেষ! বয়স্য, তুমি কি গান শুনে পরিতুষ্ট হওনি ?

মৈত্রেয়। যথার্থ কথা বলতে কি, মেয়েমানুষের সংস্কৃত পড়া আর পুরুষ মানুষের গান করা—এ উভয়ই সমান হাস্যাস্পদ। বর্দ্ধমানক, রদনিকাকে বল পা ধোবার জল আনে।

চারু। থাক থাক, বেচারি ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে আর তুলে কাজ কি ? বর্দ্ধমানক, তুমিই জল এনে দাও।

[দীপ রাখিয়া বর্দ্ধমানকের প্রস্থান।

আমি এত বিমোহিত হয়েছিলেম যে এত রাত হয়েছে তার কিছুই অনুভব করতে পারিনি।

(বর্দ্ধমানকের জল লইয়া প্রবেশ এবং উভয়ের পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রস্থান)

মৈত্রেয়। এস শোয়া যাক।

(বর্দ্ধমানকের অলঙ্কার লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বর্দ্ধ। দিনের বেলায় আমার কাছে ছিল, এখন আপনি রাখুন।

মৈত্রেয়। এখনও আছে? উজ্জয়িনীতে চোর নাই নাকি? বয়স্য, এগুলো কেন বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দাওনা?

চারু। না ভাই, পরস্ত্রীর অলঙ্কার অন্তঃপুরে পাঠান উচিত নয়। যতক্ষণ তাঁকে ফিরিয়ে না দেওয়া হয় ততক্ষণ আমাদেরি রাখতে হবে। বর্দ্ধমানক, অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি শোওগে।

[বর্দ্ধমানকের প্রস্থান।

(উভয়ের শয়ন) এখনও সেই বীণার তান আমার প্রাণে ঝঙ্কার দিচ্ছে।

মৈত্রেয়। এঃ—তোমার বুঝি আজ আর ঘুমোবার মতলব নাই? (উভয়ের নিদ্রা)

(সুড়ঙ্গ দিয়া শর্ব্বিলকের প্রবেশ)

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) কার্ত্তিকায় নমঃ! দুটো লোক ঘুমুচ্ছে। আগে দরজাটা খুলে রেখে পালাবার পথটা পরিষ্কার করে রাখি। একটু জল দিতে হবে পাছে শব্দ হয়। (গাড়ু হইতে জল লইয়া

দ্বারের কজায় মাগান) এরা সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে কি ? পরীক্ষা করে দেখা যাক। (বিকট মুখভঙ্গী ও প্রহারোদ্যম প্রদর্শন) না—সত্যি সত্যিই ঘুমুচ্ছে ; ঘরে কিছুই ত দেখতে পাচ্ছিনি, সত্যি সত্যিই কি এদের কিছুই নেই ? না—চোরের কিংবা রাজার ভয়ে সব পুঁতে রেখেছে। (ভূমিতে বীজ ছড়াইয়া) না না, কিছুই পোঁতা নেই। তবে আর কি হবে, আর কোথাও যাওয়া যাক।

মৈত্রেয়। (স্বপ্নযোগে) বয়স্য, বয়স্য ! সিঁদ কেটেছে, চোর ঢুকেছে, গহনার কৌটো ধর।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) আমায় দেখতে পেয়েছে ? না ওরা গরীব বলে আমায় ঠাট্টা করছে ? আমার হাতে আজ ওর নিস্তার নেই। (অগ্রসর) না না, সত্যিই ত কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা রয়েছে। তবে নেওয়া যাক—না না, গরীব—থাকগে। (গমনোদ্যত)

মৈত্রেয়। বয়স্য, গো-ব্রাহ্মণের দিব্য, তুমি কৌটো ধর।

শর্ব্বি। দিব্যি দিচ্ছে যখন, তখন গ্রহণ না করলে মহাপাপ হবে। (দীপ নির্ব্বাণ করিয়া হস্ত প্রসারণ)

মৈত্রেয়। (হস্তে দিতে দিতে) বয়স্য, তোমার হাত এত শীতল কেন ?

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) জলহাতটা মুছিনি বলে। (হস্ত মুছিয়া অলঙ্কার গ্রহণ)

মৈত্রেয়। বয়স্য, গ্রহণ করলে ?

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) অনুরোধ কিছুতেই ত এড়াতে পারলেম না। (প্রকাশ্যে) হুঁ।

মৈত্রেয়। আঃ ! এখন আমি আবার সুখে নিদ্রা যাই।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) তুমি একশ' বছর ধরে নিদ্রা যাও। হায় হায়! ভালবাসার খাতিরে পড়ে ব্রাহ্মণ হয়ে কি মহাপাপই করলেম। কেবল মদনিকাকে বসন্তসেনার কাছ থেকে কিনে নেবার জন্তেই আমার এ কাজ করা। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না? যেই আসুকনা কেন, আমার হাতে তার আর রক্ষা নাই!

(দূরে মদনিকার প্রবেশ)

মদ। দরজা খোলা কেন? বর্দ্ধমানকই বা কোথা গেল? মৈত্রেয়কে জাগাই।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) স্ত্রীলোক বলে বেঁচে গেলি। আমিও প্রস্থান করি।

[প্রস্থান।

মদ। কে ছুটে গেল?—প্রদীপ আনি।

(প্রস্থান ও প্রদীপ লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

সিঁদ সিঁদ! চোর চোর! মৈত্রেয় মশাই, জাগুন জাগুন। চোর পালাল—

মৈত্রেয়। আঃ! কি তামাসা কর ভাল লাগেনা।

মদ। তামাসা নয়, এই দেখুন না।

মৈত্রেয়। (দেখিয়া) ইস্ তাইত! বয়স্ত, বয়স্ত! ওঠ ওঠ, চোর এসেছে।

চারু। আঃ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তামাসা?

মৈত্রেয়। তামাসা নয়, উঠে দেখ।

চারু। তাইত!

মৈত্রেয়। দেখ, এ চোরটা হয় নতুন হাত পাকাচ্ছে আর

ন্য হয় বিদেশী, তা নাহ'লে উজ্জয়িনীতে এমন কে আছে আমাদের অবস্থা না জানে ?

চারু। আহা লোকটা বড় নিরাশ হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে তার বন্ধুদের বলবে যে সার্থবাহের বাড়ীতে সিঁদ দিয়ে কিছুই পেলেম না।

মৈত্রেয়। তা আমাদের পেটে যে ভাত নেই তা ও জানবে কেমন করে ? বড় বাড়ী দেখে মনে করেছিল অনেক সোণা রূপো পাবে।—দেখ ভাই, আমার বুদ্ধির দৌড়টা দেখ ! ভাগ্যিস তোমার আগে থাকতে গহনার কৌটোটা দিয়েছিলেম, তা নাহ'লে চোরে নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে যেত।

চারু। কখন দিয়েছিলে স্মরণ হচ্ছেনা।

মৈত্রেয়। যখন বল্লেম তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন।

চারু। (ইতস্ততঃ দেখিয়া) আমি বড় খুসী হলেম।

মৈত্রেয়। চুরি যায়নি তবে ?

চারু। চুরি গেছে।

মৈত্রেয়। তবে খুসী হলে কিসে ?

চারু। চোরকে শুধুহাতে ফিরতে হয়নি বলে।

মৈত্রেয়। সে যে গচ্ছিত ধন।

চারু। ওহো ! কি হবে ভাই ?

মৈত্রেয়। তার আর হয়েছে কি ? চুরি যদি গিয়েই থাকে, তা তার জন্তে এত ভাবনা কেন ?

রদ। আমি ঠাকরুণকে খপর দিইগে।

[প্রস্থান।

চারু। আমি তার জন্ত ভাবছিনে ভাই ; আমি ভাবছি যে

চুরি যাওয়ার কথা কেউ বিশ্বাস করবেনা; বলবে চারুদত্ত গরীব, লোভে পড়ে স্ত্রীলোকের গচ্ছিত ধন অপহরণ করেছে। আমি গরীব হয়েছি তাতে আমার কষ্ট ছিলনা, কিন্তু আমার চরিত্রে যে কালিমা পড়লো, আমি তাই ভেবেই আকুল হচ্ছি।

মৈত্রেয়। ভয় কি? আমি গচ্ছিতের কথা একেবারেই উড়িয়ে দেব এখন। কে রেখেছে? কার কাছে রেখেছে? কে দেখেছে? হুঁঃ তুমিও যেমন!

চারু। ছিছি এমন কথা বলোনা ভাই, বরং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তার ধার পরিশোধ করবো, তবু মিথ্যা কথা বলে চরিত্রকে কলুষিত করবো না।

(রদনিকার প্রবেশ)

রদ। (মৈত্রেয়ের প্রতি) ঠাকরুণ আপনাকে একবার ডাকছেন।

[রদনিকা ও মৈত্রেয়ের প্রস্থান।

চারু। হায় হায়! লোকে মনে করবে কি? আর সেই সরলা বালাই বা বলবে কি? বলবে চোরের নাম করে তার বহুমূল্য ভূষণ আত্মসাৎ করেছি।

(মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। এই নাও। (রত্নমালা প্রদান)

চারু। একি?

মৈত্রেয়। লক্ষীস্বরূপিণী রমণীর স্বামী হবার ফল।

চারু। সেকি?

মৈত্রেয়। ধূতাদেবী বল্লেন যে তিনি রত্নষষ্ঠীব্রত করেছেন, ব্রাহ্মণকে রত্নদান করতে হয় বলে তিনি আমাকে এই মালাছড়াটী দিলেন।

চারু। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি, এ আর কিছুই নয়, বসন্তসেনার ঋণ পরিশোধ করবার জন্ত গৃহিণী আমায় কৌশল করে এই রত্ন-হার পাঠিয়েছেন। হায়, নিঃস্ব হয়েছি বলে কি স্ত্রীর এই এক-মাত্র মাতৃদত্ত ধনও গ্রহণ করতে হবে! না না, নিঃস্ব আমি কিসে? যার ঘরে এমন বহুমূল্য রমণীরত্ন, তার মত ধনবান্ এ সংসারে আর কে আছে? ভাল তাই হোক।—ভাই, তুমি এই রত্নহার বসন্তসেনার কাছে নিয়ে যাও, বোলো যে চারুদত্ত ভ্রমক্রমে তোমার স্বর্ণভূষণগুলি দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছে, তার বিনিময়ে তোমায় এই মালাছড়াটী দিয়েছে

মৈত্রেয়। তুমি খেপেছ নাকি? তার গহনাগুলো খেলেম না ছুঁলেম না, চোরে নিয়ে গেল—আর সেই তুচ্ছ বস্তর বিনিময়ে এই মহামূল্য রত্নমালা দিতে হবে? তোমার এই কথাটী ভাই আমি রাখতে পারলেম না, আমায় মার্জ্জনা কর।

চারু। আমি কি ভাই তার ভূষণের মূল্য দিচ্ছি? তা নয় ভাই। যে বিশ্বাসে সেই সরলা এই ধনহীনের নিকট তার ভূষণ গচ্ছিত রেখেছিল সেই মহামূল্য বিশ্বাসের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান স্বরূপ এই রত্নহার দিচ্ছি। তুমি আমার শরীর স্পর্শ করে দিব্য কর যে এ হার তাকে গ্রহণ না করিয়ে তুমি ফিরবে না। (নেপথ্যাভিমুখে) বর্দ্ধমানক! এই সিঁদখোলা জায়গাটা শীঘ্র শীঘ্র বুজিয়ে দাও, একথার আর আন্দোলন হয়না যেন। বয়স্য, তোমায় এমন কৃপণের মত ভাব দেখছি কেন?

মৈত্রেয়। যাদের কিছুই নেই তারা আবার কৃপণ হ'ল কেমন করে?

চারু। কিছুই নাই কেন? আমার যত ধন গিয়েছে, তার চেয়ে কোটিগুণ ধন এখনও আমার গৃহে বর্ত্তমান।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

(বসন্তসেনা ও মাধবিকা)

মাধ। দরজায় যান অপেক্ষা করছে, মা ঠাকরুণ আপনাকে যেতে বল্লেন।

বসন্ত। আর্য্য চারুদত্ত কি আমাকে নিতে পাঠিয়েছেন?

মাধ। আজ্ঞে না।

বসন্ত। তবে কে?

মাধ। আজ্ঞে, যিনি যানের সঙ্গে দশসহস্র সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কার পাঠিয়েছেন।

বসন্ত। কে সে?

মাধ। রাজার শালা সংস্থানক।

বসন্ত। দূর হ'! আর কখন যেন এ কথা শুনতে পাইনা!

মাধ। আমায় মার্জ্জনা করুন। মা ঠাকরুণ যেমন বল্লে তাই আপনাকে বলতে এসেছি। তবে তাঁকে গিয়ে কি বলবো

বসন্ত। বল্‌গে যে যদি তিনি আমায় জীবিত দেখতে চা' তাহ'লে যেন এ রকম কথা আর কখন বলে না পাঠান।

[মাধবিকার প্রস্থান

যে স্ত্রী অনেক পুরুষকে প্রণয়দান করে সে কোন পুরুষকে প্রণয়দান করতে পারেনা। আমি বেশ্যা-কন্যা সত্য, কিন্তু চারুদ' ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কেহই আমার প্রণয়-পথের পথিক হয়নি।

[প্রস্থান

(মদনিকা ও শর্ব্বিলকের প্রবেশ)

মদ। কাল যে তোমায় দেখতে পাইনে ?

শর্ব্বি। একটু পরে বলছি। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি)

মদ। ওরকম করছ কেন ?

শর্ব্বি। বলছি।

(বসন্তসেনার প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

বসন্ত। (স্বগতঃ) কার সঙ্গে মদনিকা কথা কচ্ছে ? বো' হয়, যে ওকে কিনে নিতে চেয়েছিল সেই।

মদ। বলনা।

শর্ব্বি। একটা গোপনীয় কথা আছে।

বসন্ত। (স্বগতঃ) গোপনীয় ! তবে এখানে দাঁড়ান উচি' নয়। (গমনোদ্যত)

মদ। এখানে কেউ নেই, বলনা।

শর্ব্বি। কত অর্থ পেলে বসন্তসেনা তোমায় ছেড়ে দিতে পারেন ?

বসন্ত। (স্বগতঃ) আমারই নাম হচ্ছে, তবে শুনতে হান নাই

মদ। তিনি মাঝে মাঝে বলেন, যদি আমার সুখস্বচ্ছন্দ হয় তাহ'লে অর্থ না নিয়েও আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন তা যাক, তোমার এমন কি সম্পত্তি আছে যে তা দিয়ে আমায় ছাড়িয়ে নে যাবে?

শর্ব্বি। দেখ মদনিকে, অর্থের তাড়নায় আর তোমার ভালবাসার যাতনায় আমি কাল রাত্রে একবাড়ীতে সিঁদ দিয়েছিলেম।

মদ। করেছ কি! তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য নরকে ডুবলে?

শর্ব্বি। (সহাস্তে) জানলে মদনিকে, "সাহসে ভজতে লক্ষ্মী"—চুরি না করলে কি ধনবৃদ্ধি হয়? রাজকর্ম্মচারী, বাণিজ্য-কারী, এরা এত বড়মানুষ হয় কেমন করে?

মদ। তোমার চরিত্র তো বেশ ভাল ছিল, তবে এমন মতি গতি কেন হ'ল?

শর্ব্বি। রতিপতির উৎপাতে। সে যাহ'ক, এখন তোমার ঠাকরুণকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি যে তিনি এই সব গহনা নিয়ে তোমাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন কি না?

মদ। এগুলো যেন আগে কোথায় দেখেছি। এ সব কোথায় পেলে আগে বল দেখি?

শর্ব্বি। সে কথায় তোমার কাজ কি?

মদ। আমায় যদি বিশ্বাস না কর তবে আমায় নিয়ে কি করবে?

শর্ব্বি। নেহাত ছাড়লে না দেখছি। যার বাড়ীতে কাল চুরি করেছি আজ সকালে শুনলেম যে তার নাম চারুদত্ত।

(মদনিকা ও বসন্তসেনার অবনতভাব)

এ আবার কি ভাব হ'ল ? ভালো দেখছি।

মদ। আমার জন্ত যার বাড়ীতে চুরি করতে গেলে তাদের কাকেও আঘাত করনি কি প্রাণে মারনি ত ?

শর্ব্বি। ভীত কি নিদ্রিত লোককে শর্ব্বিলক শর্ম্মা কখন প্রহার করেন না।

মদ। সত্য বলছ ?

শর্ব্বি। মিছে বলবার দরকার কি ?

বসন্ত। (স্বগতঃ) আঃ এখন সুস্থ হলেম।

মদ। শুনে দেহে প্রাণ পেলেম।

শর্ব্বি। কি ! আমি এর জন্ত চুরি পর্য্যন্ত কল্লেম, আর এর পরপুরুষের সঙ্গে ভালবাসা ? অবলার আর কমলার যে প্রত্যয় করে তার তুল্য বানর আর নরলোকে ত দেখিনি। ধিক্ বেশ্যা-জাতিকে ! আলতা নিংড়ে নিয়ে লোকে যেমন মুটটা ফেলে দেয়, তেমনি তোমরা পুরুষজাতির যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে তাদের পরি-ত্যাগ কর। গিরিশিখরে কি কমলিনী জন্মায় ? গর্দ্দভে কি ঘোটকের ভার বহন করতে পারে ? যবের বীজ বপন করলে কি তাতে শালীধান্ত জন্মায় ? আর বেশ্যার হৃদয়ে কি কখন ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হয় ? চারুদত্ত, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা ?

মদ। (সহাস্তে) এত রাগ করছ কেন ? এ সব যে ঠাক-রুণের জিনিস।

শর্ব্বি। কেমন করে ? এখনও প্রতারণা ?

মদ। তিনি চারুদত্তের কাছে ওসব গহনা গচ্ছিত রেখেছিলেন।

শর্ব্বি। ও কথাই নয় ; আর গচ্ছিত রাখবার যায়গা ছিলনা ?

মদ। তবে শোন। (কর্ণে কথন)

শর্ব্বি। ছিছি কি কুকর্ম্মই করেছি। এখন উপায় ?

মদ। যদি আমার পরামর্শ শোন, তাহ'লে এ জিনিসগুলে তাঁকে ফিরিয়ে দাওগে।

শর্ব্বি। আর যদি তিনি চোর বলে আমায় ধরিয়ে দেন ?

মদ। কোন ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও।

শর্ব্বি। কি জান, বড় লজ্জা করে।

মদ। তবে আর এক কাজ কর।

শর্ব্বি। কি ?

মদ। তুমি ঠাকরুণকে বল যে চারুদত্ত তোমার হাত দিয়ে এই জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন; তাহ'লে তুমিও চোর হলেনা, তিনিও ঋণমুক্ত হলেন, ঠাকরুণও জিনিসগুলো পেলেন।

শর্ব্বি। তবে তাই ভাল।

মদ। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি ঠাকরুণকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

শর্ব্বি। ও যত পাঁজি পুঁথি পড়না কেন, মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে আর কেউ লাগছেনা।

(মদনিকার সহিত বসন্তসেনার প্রবেশ ও প্রণাম)

শর্ব্বি। জয়োঽস্তু। আর্য্য চারুদত্ত বল্লেন যে তাঁর ঘর বড় জীর্ণ, সেখানে এ সকল বহুমূল্য ভূষণ রাখতে তাঁর আর সাহস হয়না; সেই জন্য আমাকে দিয়ে এগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

(অলঙ্কারগুলি মদনিকার হস্তে দিয়া গমনোদ্যত)

বসন্ত। যাবেন না, যাবেন না, আমার এক নিবেদন আছে।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) এইরে! কি আবার বলে দেখ। (প্রকাশ্যে) বলুন।

বসন্ত। আমারও কিছু উত্তর নিয়ে যান।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) সেখানে আবার যাচ্ছে কে? (প্রকাশ্যে) দিন।

বসন্ত। এই নিন।

(শর্ব্বিলকের হস্তে মদনিকাকে সমর্পণ)

শর্ব্বি। বুঝতে পারলেম না।

বসন্ত। আমি পেরেছি। আর্য্য চারুদত্তের সঙ্গে আমার কথা ছিল, যাঁর হাতে গহনাগুলি পাঠাবেন তাঁরই হাতে মদনিকাকে সমর্পণ করতে হবে। তিনিই সম্প্রদান করেছেন মনে করে একে গ্রহণ করুন। মদনিকা আমার বড় আদরিণী ও অভিমানিনী, একে যত্ন করবেন এই আমার অনুরোধ।

শর্ব্বি। (স্বগতঃ) ইনি সব জানতে পেরেছেন দেখছি। (প্রকাশ্যে) ধন্য চারুদত্ত, এ জগতে তুমিই সাধু!

বসন্ত। মদনিকে, তুমি আমাকে ভুলনা।

মদ। (বসন্তসেনার পদপ্রান্তে পড়িয়া) আর্য্যে, তুমি কি আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ করলে?

শর্ব্বি। মদনিকে, এঁকে প্রণাম কর, এঁরি কৃপায় তুমি আজ দুর্লভ বধূ নাম পেলে।

বসন্ত। (মদনিকাকে তুলিয়া) ওঠ ওঠ, তুমি এখন বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে আমার পূজ্যা হয়েছ, আর আমার পায়ে পোড়োনা।

শর্ব্বি। আপনার মঙ্গল হ'ক।

(মদনিকাসহ শর্ব্বিলকের প্রস্থান।

(মাধবিকার প্রবেশ)

মাধ। ঠাকরুণ! আর্য্য চারুদত্তের কাছ থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন, বলেন ত আনি।

বসন্ত। তা আবার জানাতে এসেছিস? বাছা শীঘ্র যা।

[মাধবিকার প্রস্থান।

না জানি প্রিয়তম আমায় কি বলে পাঠিয়েছেন!

(মাধবিকার সহিত মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। যে রকম কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে এলেম, তাতে এটাকে বেশ্যার বাড়ী না ব'লে কুবেরের অলকাপুরী বল্লে ভাল হয়।—আচ্ছা, ঐ সুন্দর সাজগোজ করা ছেলেটী কে?

মাধ। উটি ঠাকরুণের ভাই।

মৈত্রেয়। কতকাল তপস্যা করলে বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায় বলতে পার?—আর ঐ বুড়ো মাগীটা?

মাধ। ঠাকরুণের মা ঠাকরুণ।

মৈত্রেয়। বটে? তা উনি ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকলেন কেমন করে? না না, তা হ'তে পারে; দেখনি, এক একটা মহাদেবকে আগে বসিয়ে তার পর তার চারদিক থেকে মন্দিরের দেয়াল গেঁথে তোলে।

মাধ। মা ঠাকরুণকে ঠাট্টা করবেন না। আহা, ওঁর তিন দিন অন্তর কম্পজ্বর হয়।

মৈত্রেয়। বটে! তিন দিন অন্তর কম্পজ্বরের লক্ষণ যদি ঐ রকম হয়, তাহ'লে হে কম্পজ্বরদেব! তুমি বারমাস এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে চরণে স্থান দান কোরো। (উভয়ের অগ্রসর)

মাধ। ঠাকরুণ, ইনিই আর্য্য চারুদত্তের কাছ থেকে এসেছেন।

বসন্ত। (প্রণামান্তে) আসুন আসুন, আর্য্য বন্ধুগণের সহিত কুশলে আছেন ত? আপনার সংবাদ কি?

মৈত্রেয়। বয়স্য চারুদত্ত বল্লেন যে আপনার গচ্ছিত অলঙ্কার-গুলি তিনি দ্যূতক্রীড়ায় পণস্বরূপ রেখেছিলেন, দ্যূতকর কোথায় গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা বলে তার বিনিময়ে এই রত্নহারটী আপনাকে গ্রহণ করতে বলেছেন।

বসন্ত। (স্বগতঃ) কি রকম হ'ল! এই না জানলেম চুরি গিয়েছে! ওঃ কৌশল বুঝেছি। প্রিয়তম, এই জন্যই তোমায় হৃদয় সমর্পণ করেছি। গহনাগুলো এখন দেখাব কি? না, এখন থাক।

মৈত্রেয়। আপনি কি তবে মালাছড়াটি গ্রহণ করবেন না?

বসন্ত। কেন নেবনা? (গ্রহণ ও বক্ষে ধারণ) আপনার বয়স্য সেই নতুন খেলোয়াড়কে বলবেন যে আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব।

মৈত্রেয়। (স্বগতঃ) এইরে! এও মনে ধরলো না, আরও কিছু মথ্‌বার মতলব দেখছি। (প্রকাশ্যে) তাই বলবো, এখন তবে আসি। না, এ বেটীর সংসর্গ ত্যাগ করাতে না পারলে আর সখার নিস্তার নেই দেখছি।

[প্রস্থান।

বসন্ত। মাধবিকে, চল চারুদত্তের ওখানে যাই। যানের দরকার নাই, হেঁটেই যাব।

মাধ। বড় মেঘ করেছে যে?

বসন্ত। তা হোক। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

(মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। এমন পদ্ম নাই যার মৃণাল নাই, এমন বণিক নাই যে বঞ্চক নয়, এমন স্বর্ণকার নাই যে চোর নয়, এমন গ্রাম্যসভা নাই যেখানে কলহ হয়না, আর এমন বেশ্যা নাই যার লোভ নাই। বাবা, এত ঐশ্বর্য্য তবু মাগীটে বল্লেনা যে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে যান। বয়স্যের সমূহ বিপদ দেখছি—এই যে বয়স্য।

(চারুদত্তের প্রবেশ)

চারু। বয়স্য, উপস্থিত বিষয়ের মঙ্গল ত?

মৈত্রেয়। সমস্তই অমঙ্গল।

চারু। তবে কি বসন্তসেনা মালা গ্রহণ করলেন না?

মৈত্রেয়। তেমন আমাদের অদেষ্ট কি যে নেবেন না?

চারু। তবে অমঙ্গল কি?

মৈত্রেয়। দেখবামাত্রই অমনি দুহাত বাড়িয়ে নিয়েছে। বয়স্য, আমার কথা রাখ, ও মাগীটের কথা একেবারেই ভুলে যাও। জুতোর ভেতর কাঁকর ঢুকলে যেমন শীগ্‌গির তাকে বের করা যায়না, তেমনি বেশ্যা যেখানে একবার ঢুকেছেন শীগ্‌গির আর সেখান থেকে বেরুচ্ছেন না। আবার গ্রহ দেখ, মাগীটে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। মতলবটা বুঝেছ? মালা-ছড়াটী নিয়ে তুষ্ট নন, আরও কিছু চাই। এমন অর্থলোভ ত কোথাও দেখিনে!

চারু। যার অর্থের উপর এত লোভ, সে আমার মতন নির্ধনকে আক্রমণ করবে কেন ?

(দূরে কুম্ভীলকের প্রবেশ)

কুম্ভী। (স্বগতঃ) এমন আশ্চর্য্যও ত কোথাও দেখিনি ! যত জোরে বৃষ্টি পড়ে ততই যেন ভিজি, আর যত ঠাণ্ডা বাতাস বয় ততই যেন শীত ধরে।—এই যে দুজনেই এখানে রয়েছে, মৈত্রেয় মশাইকে একটা সঙ্কেত করি। (ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ)

মৈত্রেয়। আ মোলো ! আবার ঢিল ছোঁড়ে কে ?

চারু। কে আবার তোমায় এখানে মারতে আসবে ? বোধ হয় প্রাচীরস্থ কপোত-কপোতীরা ফেলে থাকবে।

মৈত্রেয়। এত বড় স্পর্দ্ধা ! (যষ্টি উত্তোলন)

চারু। আহা আহা কর কি কর কি ! নিরীহ কপোত দয়িতার সঙ্গে সুখে কালহরণ করছে, অকারণ কেন ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাও ?

কুম্ভী। (স্বগতঃ) আ খেলেরে ! পায়রার দিকেই চেয়ে, আর আমার দিকে মোটেই চাচ্ছে না—আর একবার নমস্কার জানাই। (ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ)

মৈত্রেয়। আবার ! (দেখিয়া) কেও ? (অগ্রসর) এ দুর্য্যোগে এসেছিস কে তুই ?

কুম্ভী। আজ্ঞে, তিনি পাঠিয়েছেন।

মৈত্রেয়। কিনি ?

কুম্ভী। তিনি তিনি।

মৈত্রেয়। কিনি ? কিনি ? ভেঙ্গেই বলনা ছাই ?

কুম্ভী। আচ্ছা কোন্ কালে আমের বোল হয় বলুন দেখি ?

মৈত্রেয়। গ্রীষ্মকালে, তাও জানিসনে?

কুম্ভী। ওতো হ'লনা।

মৈত্রেয়। হ'লনা? আচ্ছা দাঁড়া—সখে, কোন্ কালে আম্র-বৃক্ষে মুকুল হয়?

চারু। মূর্খ! বসন্ত।

মৈত্রেয়। (কুম্ভীলকের নিকটে গিয়া) মূর্খ! বসন্ত।

কুম্ভী। আচ্ছা, কারা প্রধান প্রধান নগর রক্ষা করে বলুন দেখি?

মৈত্রেয়। পথসকল।

কুম্ভী। ওতো হ'লনা।

মৈত্রেয়। হ'লনা? আচ্ছা দাঁড়া—সখে, কারা প্রধান প্রধান নগর রক্ষা করে?

চারু। সেনা, তার আর সন্দেহ কি?

মৈত্রেয়। (কুম্ভীলকের নিকটে গিয়া) সেনা, তার আর সন্দেহ কি?

কুম্ভী। আচ্ছা, এই উত্তর দুটো একত্র করে বলুন দেখি?

মৈত্রেয়। সেনা-বসন্ত।

কুম্ভী। পদ-পরিবর্ত্ত করে বলুন।

মৈত্রেয়। (স্বীয় চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া) সেনা-বসন্ত।

কুম্ভী। উত্তরের কথা দুটো পরিবর্ত্তন করে বলুন।

মৈত্রেয়। (চিন্তিয়া) বসন্তসেনা।

কুম্ভী। ঐ তিনিই এসেছেন।

মৈত্রেয়। সখে, তোমার মহাজন উপস্থিত।

চারু। কে মহাজন?

মৈত্রেয়। বসন্তসেনা; বিশ্বাস না হয় এই লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর।

(চারুদত্তের নিকট কুম্ভীলকের অগ্রসর ও অভিবাদন)

চারু। সত্যই কি বসন্তসেনা এসেছেন?

কুম্ভী। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।

চারু। প্রিয়সংবাদ দানের পুরস্কার নাও। (উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান)

কুম্ভী। তাঁকে তবে সংবাদ দিই।

চারু। আচ্ছা।

[কুম্ভীলকের প্রস্থান।

মৈত্রেয়। আসবার মতলবটা বুঝেছ? তাঁর গহনার মূল্য এখনো পুরো আদায় হয়নি।

চারু। বয়স্য, একটু অগ্রসর হয়ে বসন্তসেনাকে সঙ্গে করে আন।

(বসন্তসেনা ও মাধবিকার প্রবেশ)

বসন্ত। মাধবিকে, বড় লজ্জা করছে, আর্য্য চারুদত্ত কি মনে করবেন? তাঁকে কি বলবো?

মাধ। বলবেন, 'খেলোয়াড় মশাই কেমন আছেন?'

বসন্ত। পারবো কি?

মাধ। সুযোগ পেলেই সাহস পাবেন।

মৈত্রেয়। (অগ্রসর) এস এস।

(বসন্তসেনার প্রণাম করিয়া অগ্রসর)

চারু। ভদ্রে, তোমার সমস্ত কুশল ত?

মৈত্রেয়। (জনান্তিকে) শুভাগমনের কারণটা জিজ্ঞাসা করবো?

চারু। ক্ষতি কি?

মৈত্রেয়। ভদ্রে, এ দুর্দ্দিনে কষ্ট করে আসবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

মাধ। ঠাকরুণ জানতে এসেছেন যে সেই রত্নমালার মূল্য কত?

মৈত্রেয়। (স্বগতঃ) এইগো! (জনান্তিকে) আমি ত বলেই ছিলেম যে ওতে ওর মন ওঠেনি।

মাধ। জিজ্ঞাসা করবার কারণ এই যে ঠাকরুণ সে মালাটী নিজের মনে করে জুয়োখেলায় সেটী পণ রাখেন, তারপর সে দ্যূতকর কোথায় গিয়েছে তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা।

মৈত্রেয়। আমি যা বলে এসেছিলেম এ যে ঠিক তারই পালটি হচ্ছে।

মাধ। যতদিন না তার কোন সন্ধান করতে পারা যায় ততদিনের জন্য এই সোণার গহনাগুলো রাখুন। (ভূষণ প্রদান) অত হাঁ করে দেখছেন কেন? চেনা চেনা বলে বোধ হচ্ছে নাকি?

মৈত্রেয়। সখে, যে গহনাগুলো আমাদের বাড়ী থেকে যায়, এ সব সেই। কেমন করে পেলে জিজ্ঞাসা করবো?

চারু। তা কর।

(মাধবিকা ও মৈত্রেয়ের কর্ণে কথন)

মৈত্রেয়। সখে, সেই বটে।

চারু। সেই গচ্ছিত গহনাগুলি কি এই?

মাধ। আজ্ঞে হাঁ।

চারু। ভদ্রে, সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক নাও। (অঙ্গুরী প্রদানোদ্যম ও অঙ্গুরী নাই দেখিয়া) হায় হায়! যার কৃতজ্ঞতা দেখাবার সামর্থ্য নাই এ সংসারে তার

প্রাণধারণ করাই বৃথা। ফলহীন বৃক্ষ আর জলহীন সরোবর আর বিষহীন সর্প আর পক্ষহীন ব্যোমচর—এরা ধনহীন নরের সঙ্গে সমান ভাগ্যবান।

বসন্ত। আর্য্য, সেই তুচ্ছ গচ্ছিত ধনের বিনিময়ে মহামূল্য রত্নমালা পাঠান কি ভাল হয়েছিল?

চারু। ভদ্রে, চুরির কথা কে বিশ্বাস করতো বল দেখি? বিত্তহীনকে কে প্রত্যয় করে?

মৈত্রেয়। মাঝে থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আজ এখানে অবস্থান করলে ভাল হয়না? পথে বড় কাদা হয়েছে, আবার ভারি মেঘ করে আসছে, বৃষ্টি এল বলে—চল চল, ঘরের ভেতর যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

(বসন্তসেনা ও মাধবিকা)

বসন্ত। (নিদ্রোত্থিতের ন্যায়) কৈ, তোর খেলোয়াড় কোথায়?

মাধ। তিনি পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গেছেন। আর আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাবার জন্ত বর্দ্ধমানককে যান প্রস্তুত করতে বলে গেছেন।

বসন্ত। আঃ! আজ দিনের বেলায় জীবিতনাথকে ভাল করে দেখতে পাব। মাধবিকে, আমরা কি অন্তঃপুরে আছি?

মাধ। অন্তঃপুরে কেন ? সকলের অন্তরের মধ্যে আছেন।

বসন্ত। আর্য্য চারুদত্তের স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে ভাল কাজ করলেম না।

মাধ। এখনও দেননি, কিন্তু পরে দেবেন।

বসন্ত। কখন ?

মাধ। যখন এখান থেকে চলে যাবেন।

বসন্ত। মাধবিকা, তুই এই রত্নমালা ছড়া ধূতাদেবীর কাছে নিয়ে যা, আর বল্‌গে যে আর্য্য চারুদত্তের আর তাঁর দাসী বসন্ত-সেনা বল্লেন যে এ হার তাঁর, তাঁরি কণ্ঠ আবার শোভা করুক।

মাধ। যদি আর্য্য আবার রাগ করেন ?

বসন্ত। না, সে ভয় নেই ; আমি যা বলছি তাই কর।

(মালা লইয়া মাধবিকার প্রস্থান)

(রোহসেন ও রদনিকার প্রবেশ)

রোহ। না, এ গাড়ী কেন ? তুই ভাল গাড়ী দে।

রদ। ভাল গাড়ী কোথা পাব যাদু ? তোমার বাবার আবার পয়সা কড়ি হোক, তার পর আবার সোণার গাড়ী কিনে দেব। এখন এইটে নিয়ে খেলা কর, লক্ষ্মীধন আমার, যাদু আমার।

রোহ। না আমি মাটির গাড়ী নেবনা, তুই সেই রকম গাড়ী এনে দে। (ক্রন্দন)

বসন্ত। ভাল আছিস রদনিকে ? এ ছেলেটী কে ?

রদ। এটী আর্য্য চারুদত্তের ছেলে।

বসন্ত। এস বাবা আমার ! (মুখচুম্বন) আহা ঠিক আর্য্যের মতন দেখতে হয়েছে। কাঁদছে কেন ?

রদ। পাড়ার একটী ছেলের সোণার গাড়ী দেখে বায়না

ধরেছে যে সেই রকম গাড়ী চাই। আমি এই মাটির গাড়ীখানা তৈয়ের করে দিয়েছি, তা কিছুতেই এটা নেবেনা।

বসন্ত। (স্বগতঃ) বিধাতঃ! তোমার হৃদয়ে কি লেশমাত্র দয়া নাই? (প্রকাশ্যে) কেঁদনা বাবা, তোমার সোণার গাড়ী হবে।

রোহ। রদনিকে, এ কে?

বসন্ত। আমি তোমার পিতার দাসী।

রদ। ইনি তোমার মা।

রোহ। হুঁ তা বৈকি? উনি বুঝি আমার মা? মিছে কথা—আমার মায়ের গায়ে ত গয়না নেই?

বসন্ত। (অলঙ্কার মোচন করিয়া স্বগতঃ) কি মর্ম্মভেদী কথা! (প্রকাশ্যে ক্রন্দনস্বরে) এই দেখ এখন তোমার মা হয়েছি, তুমি এইগুলো নিয়ে সোণার গাড়ী কিনো।

রোহ। আমি নেবনা; তুই কাঁদছিস্ কেন?

বসন্ত। না বাবা আর আমি কাঁদবো না। (অলঙ্কারগুলি গাড়ীতে দিয়া) সোণার গাড়ী কিনো গে যাদু আমার! (মুখচুম্বন)

[রোহসেনসহ রদনিকার প্রস্থান।

(মাধবিকার প্রবেশ)

মাধ। ধূতাদেবী এ হার গ্রহণ করলেন না। বল্লেন 'যখন আমার আর্য্যপুত্র তাঁকে অনুগ্রহ করেন, তখন এ হার ফিরে নেওয়া আমার উচিত নয়। আর্য্যপুত্রই আমার রত্নহার! আমার আর অন্য আভরণের প্রয়োজন নাই।' আপনি শীগ্‌গির শীগ্‌গির প্রস্তুত হ'ন, বর্দ্ধমানক বল্লে যে যান প্রস্তুত, কেবল যানের আব-

রণটা ফেলে এসেছিল, সেই জন্তে যান নিয়েই আবার সেটা আনতে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

নেপথ্যে বীরক। রক্ষিগণ! সাবধান সাবধান! আর্য্যক কারাগার থেকে পলায়ন করেছে, ধর ধর।

(পদদ্বয়ে নিগড়সহ অবগুণ্ঠিতাবস্থায় আর্য্যকের প্রবেশ)

আর্য্যক। হায় আমি কি হতভাগ্য! কি কুক্ষণেই সিদ্ধ-পুরুষেরা আমার লক্ষণ দেখে বলেছিলেন যে আমি রাজা হ'ব। তাইতেই ত রাজা পালক ভীত হয়ে আমায় কারারুদ্ধ করলে। বন্ধু শর্ব্বিলকের কৃপায় কারামুক্ত হয়েছি, কিন্তু এখন কোথায় পালিয়ে প্রাণরক্ষা করি? ঐ বাড়ীটার সামনে একখানা যান রয়েছে না? ঢাকা রয়েছে দেখছে, বোধ হয় কোন স্ত্রীলোকের জন্ত অপেক্ষা করছে। দেখি যদি ঐটের মধ্যে গিয়ে আপাততঃ প্রাণরক্ষা করতে পারি।

[প্রস্থান।

(বীরকের প্রবেশ)

বীরক। তোমরা চারিদিকে গিয়ে দেখ কোথায় লুকুলো। সাবধান—যেন কিছুতেই পালাতে না পারে।

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দ। কার সাধ্য যে সেই গোয়ালা বেটাকে আশ্রয় দেয়! রাস্তা, ঘাট, বাগান, বাজার—কোন স্থানই খুঁজতে ত্রুটি করবে না।

বীরক। আমার বোধ হয় কেউ তাকে সাহায্য করছে। ঐ একখানা গাড়ী যাচ্ছে না? জিজ্ঞাসা কর্ কা'র কি বৃত্তান্ত।

চন্দ। থাম থাম; কার গাড়ী? কে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে?

নেপথ্যে বর্দ্ধ। আর্য্য চারুদত্তের যান, বসন্তসেনাকে নিয়ে পুষ্পকরণ্ডকে যাচ্ছি।

চন্দ। যেতে দাও।

বীরক। না দেখে? কা'র বিশ্বাসে?

চন্দ। চারুদত্তের।

বীরক। কে সেই চারুদত্ত আর কে সে বসন্তসেনা যে তাদের গাড়ী অমনি ছেড়ে দিতে হবে?

চন্দ। উজ্জয়িনী নগরে তাঁদের না চেনে এমন কে আছে? চারুদত্ত আর বসন্তসেনাকে যে না চেনে, সে তবে আকাশের চন্দ্র আর জ্যোৎস্নাকেও চেনেনা।

বীরক। হাঁ হাঁ, চিনি সকল শালা শালীকে, কিন্তু রাজকার্য্য উপস্থিত হলে আমার বাবাকেও চিনিনি।

চন্দ। তা তুমি হচ্ছো রাজার বিশ্বাসী লোক, তুমি গাড়ীর ভেতরটা দেখ, আমি না হয় বলদ দুটো দেখিগে।

বীরক। না তুই দেখে এলেই সব হবে।

চন্দ। আমি দেখলে তোমারও দেখা হবে?

বীরক। শুধু আমার কেন, রাজারও দেখা হবে।

চন্দ। রাখ গাড়ী। (অগ্রসর)

পট পরিবর্ত্তন

পথ

(যানে আর্য্যক ও বর্দ্ধমানক)

আর্য্যক। রক্ষা কর রক্ষা কর, আমি শরণাগত।

চন্দ। শরণাগতের কোন ভয় নাই। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! আর্য্যকের কণ্ঠস্বর বলে বোধ হচ্ছে না? উপায়? আর্য্যক আমার প্রাণদাতা শর্ব্বিলকের বন্ধু, আবার চারুদত্তের যান—যদি ধরিয়ে দিই তাহ'লে সেই সাধু সদাশয়েরও সমূহ বিপদ ঘটবে—এদিকে আবার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য! কি করি?—না, যখন একবার একে অভয় দিয়েছি তখন প্রাণ দিয়েও একে রক্ষা করতে হবে। (বীরকের নিকটে গমন করিয়া) আমি দেখে এলেন আর্য্য—আর্য্যা বসন্তসেনাই বটে, তা স্ত্রীলোককে পথে আটকে রাখা উচিত নয়।

বীরক। আমার সন্দেহ হচ্ছে।

চন্দ। কিসে?

বীরক। তোর মুখের ভাবে, আর তা ছাড়া তুই প্রথমে বল্লি 'আর্য্য' তারপরে বল্লি 'আর্য্যা'।

চন্দ। ও আমি নানারকম ভাষা কয়ে থাকি। ও আর্য্যও হয়, আমাদের অত ব্যাকরণের তর্কে কাজ কি?

বীরক। আমাকে একবার দেখতে হবে, আমি রাজার বিশ্বাসী পাত্র তা জানিস্?

চন্দ। আর আমি বুঝি নয়?

বীরক। তা বটে, তবু রাজার অনুমতি ত পালন করতে হবে?

চন্দ। (স্বগতঃ) গোলযোগ বাধালে দেখছি; তবে একটু দেশী চাল ছাড়তে হ'ল। (প্রকাশ্যে) দেখ আমি ভাল করে দেখে এসেছি, আবার কেন দেখতে চাও? কে তুমি তাই আমি শুনতে চাই?

বীরক। আর তুই কে বল্‌তো?

চন্দ। সে কথা পরে হবে, আগে তোমার জাতের ঠিকানা করতো?

বীরক। কেন, আমার জাতের কি হয়েছে? তুই বল্‌না।

চন্দ। না আমি তোমায় লজ্জা দিতে চাইনে, মাকাল ফল ভেঙে আর কি হবে?

বীরক। তোকে বলতেই হবে।

(চন্দনক কর্ত্তৃক বীরকের প্রতি জুতা প্রদর্শন)

কি! আমি মুচী? মিছে কথা; আর তোর জাত বুঝি আমি জানিনে?

চন্দ। আমার জাত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক।

বীরক। বটেই! তোর মার নাম দামামা, তোর বাপের নাম জয়ঢাক, তোর বোনের নাম ট্যামটেমি।

চন্দ। কি! আমি চর্ম্মকার? আমি চন্দনক নগররক্ষক, আমি চর্ম্মকার? ভাল দেখতে পাবে তখন।

বীরক। রাখ গাড়ী। (অগ্রসর)

(চন্দনক কর্ত্তৃক বীরকের অঙ্গে আঘাত ও বীরকের ভূতলে পতন)

কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! এই চল্লেম বিচারালয়ে। আমি যদি তোকে কুচিকুচি করে কাটতে না পারি, তবে আমার নাম বীরকই নয়! [প্রস্থান।

চন্দ। (বর্দ্ধমানকের প্রতি) শীগ্‌গির শীগ্‌গির! পথে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলো যে বীরক আর চন্দনক গাড়ী দেখে ছেড়ে দিয়েছে। আর্য্যা বসন্তসেনে! স্মরণচিহ্নস্বরূপ এইটী গ্রহণ করুন। (তরবারি প্রদান) বীরক দেখছি রাজার কাছে সব বলবে। আমার আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। ঐ যে শর্ব্বিলকও জুটেছে, আমিও বন্ধুবান্ধব একত্র করে ওদের সঙ্গে যোগ দিইগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পকরণ্ডক

(চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

চারু। বর্দ্ধমানক এখনও আসছে না কেন? অনেক দেরি হচ্ছে যে, পথে কি কোন বিপদ ঘটলো? এই—এই এসেছে।

(বর্দ্ধমানকের প্রবেশ)

সখা, বসন্তসেনাকে নামিয়ে আন।

মৈত্রেয়। কেন, তাঁর পায়ে কি বেড়ী দেওয়া আছে যে তিনি আপনি নেবে আসতে পারেন না? (অগ্রসর হইয়া) ও সখা, এ বসন্তসেনা নয়—বসন্তসেন!

চারু। এ পরিহাসের সময় নয়।

মৈত্রেয়। তুমি আপনি এসে দেখ।

চারু। (অগ্রসর ও দেখিয়া) তাইত? কে এ?—আপনি কে মহাশয়? (আর্য্যককে হস্ত ধরিয়া আনয়ন)

আর্য্যক। আমি আপনার শরণাগত, আমার নাম আর্য্যক।

চারু। যাঁর ভয়ে রাজা সর্ব্বদা ভীত থাকেন, আপনি কি সেই আর্য্যক?

আর্য্যক। আজ্ঞে হাঁ; আমায় রক্ষা করুন।

চারু। ভয় নাই, ভয় নাই; শরণাগতকে প্রাণপণে রক্ষা করা উচিত। বর্দ্ধমানক, এঁর পায়ের বেড়ী খুলে দাও।

(বর্দ্ধমানকের তথা করণ)

আর্য্যক। এক শৃঙ্খল খুলে দিলেন কিন্তু অন্য শৃঙ্খলে আবার আমায় বদ্ধ করলেন। আমি যে আপনার অনুমতি বিনা আপনার যানে আরোহণ করেছিলেম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

চারু। (বর্দ্ধমানকের প্রতি) কি রকম করে এটা ঘটলো?

বর্দ্ধ। আমি গাড়ী এনে দাঁড়ালেম, তারপর পিছনদিকে নূপুরের মত শব্দ শুনতে পেলেম; মনে করলেম বসন্তসেনাই বুঝি উঠলেন, তারপর আমি গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেম।

আর্য্যক। অনুমতি করেন তো আমি এখন আসি।

চারু। পায়ে শৃঙ্খল বদ্ধ ছিল সম্প্রতি খোলা হয়েছে, এখন যে আপনি দ্রুতগতিতে গমন করতে পারবেন তাতো বোধ হয়না; আর পদব্রজে যাওয়াও যুক্তি সিদ্ধ নয়, কারণ রাজানুচরেরা চতুর্দ্দিকেই আপনার অন্বেষণ করছে। আমার যানে উঠে অভিলষিত স্থানে গমন করুন। বর্দ্ধমানক! ইনি যেখানে যেতে চান সেইখানে এঁকে রেখে গাড়ী বাড়ীতে নিয়ে যাও।

আর্য্যক। আপনি যে উপকার করলেন তা কখনই বিস্মৃ
হবনা।

চারু। আপনার মঙ্গল হ'ক।

[আর্য্যক ও বর্দ্ধমানকের প্রস্থান।

সখে, আমি যে কাজ করলেম তা জানতে পারলে রাজা পাল
আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হবেন। আপাততঃ এখানে আ
থেকে কাজ নাই। ঐ নিগড় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ কর
আমার বাম চক্ষু স্পন্দন হচ্ছে; একেতো বসন্তসেনার সাক্ষা
আশায় নিরাশ হ'লেম, আবার কোন বিপদ ঘটবে কি না
জানে। এঃ—এদিক দিয়ে একজন ভিক্ষু আসছে, চল ঐ দি
দিয়ে যাওয়া যাক।
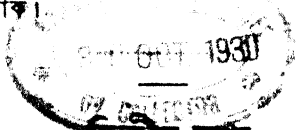
[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্পকরণ্ডকের অপর পার্শ্ব

(জনৈক ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু।— (গীত)

ছাড় বিষ সম বিষম বিষয় বাসনায়,
কর ধরম রতন সঞ্চয়।
ও মন! ঘুমাওনা ঘুমাওনা, বাজাও জ্ঞান-দামামা,
দেখো যেন রিপুচোরে, সে রতনে হরিয়ে না লয়।
তার মাথা মুড়াইয়ে কিবা প্রয়োজন, যে জন রিপুগণে নাহি করে বরজন,
লও বিবেক-ক্ষুর হাতায়, মুড়াও মনোবিকার, অহঙ্কার কর পরিহার—
তবেত হইবে তব চিত্ত নিরাময়।

এইটেই তো রাজার শালার বাগান। ঐ পুকুরটায় কাপড়খানা কেচে নিই।

(সংস্থানক ও বিটের প্রবেশ)

সংস্থা। এই বেটা ভিক্ষু, কি করছিস রে ?

ভিক্ষু। বুদ্ধদেব ! রক্ষা কর।

সংস্থা। বেটা এখনি তোর মাথা নেব।

বিট। আহা করকি ? করকি ? ও একজন ভিক্ষু।

ভিক্ষু। উপাসক ! রক্ষা কর।

সংস্থা। দেখলে, বেটা উপাসক বলে আমায় গালাগাল দিচ্ছে। এখানে কি করছিস বলতো ?

ভিক্ষু। ঐ পুকুরে কাপড়খানা কাচবো বলে যাচ্ছিলেম।

সংস্থা। তোরতো আস্পর্দ্ধা কম নয়! আমার ভগ্নীপতি রাজা, আমাকে এত বড় বাগানখানা দিয়েছেন, তোর কাপড় কাচবার জন্ম, না ? দিনের বেলা কুকুরে আর রাত্রে শেয়াল কেবল এর জল খায় ; এত বড় লোক যে আমি, সেই আমিও কখন এ পুকুরে নেমে স্নান করিনে, আর তুই বেটা তোর ময়লা নেকড়া কাচতে চাস ? রোস বেটা, এক কিলেই তোকে ঠিক করে দিচ্ছি।

বিট। ওকে ছেড়ে দাও, বোধ হয় ও সম্প্রতি ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।

ভিক্ষু। আজ্ঞে, যথার্থ ই বলেছেন।

সংস্থা। কেনরে বেটা তুই মা'র পেট থেকে পড়ে অবধি ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করলিনে ? (প্রহার)

ভিক্ষু। বুদ্ধদেব ! রক্ষা কর।

বিট। থাক থাক, ওকে ছেড়ে দাও। (ভিক্ষুর প্রতি) চলে যাও।

সংস্থা। রও রও, আগে আমি জিজ্ঞাসা করি।

বিট। কাকে ?

সংস্থা। আমার হৃদয়কে।

বিট। (স্বগতঃ) সেটা আজও আছে নাকি ?

সংস্থা। হৃদয়! যাদু আমার! বল দেখি এ লোকটা যাবে না থাকবে ? আমার হৃদয় বলছে—

বিট। কি ?

সংস্থা। যে ও যাবেও না, থাকবেও না, নড়বেও না, নিঃশ্বেস ফেলবেও না—ও পড়বে আর মরবে।

ভিক্ষু। বুদ্ধায় নমঃ।

বিট। না না, ওকে ছেড়ে দাও।

সংস্থা। আচ্ছা, এক কাজ করলে ওকে ছেড়ে দিতে পারি।

বিট। কি ?

সংস্থা। ও ঐ পুকুরের পাঁক তুলে দিয়ে যাক কিন্তু জল ঘোলা করতে পারবে না। আচ্ছা, তা না হয় জল আলাদা করে এক জায়গায় জড় করুক আর কাদা সব তুলে ফেলুক।

ভিক্ষু। বেটার কি বিদ্দে গো!

সংস্থা। ও বলছে কি ?

বিট। তোমার স্তব করছে।

সংস্থা। আচ্ছা তবে যেতে দাও।

[ভিক্ষুর প্রস্থান।

বেলাটা অনেক হয়ে পড়লো, স্থাবরক বেটা এখনও গাড়ী নিয়ে

এলনা কেন? ক্ষিদেও পেয়েছে; ততক্ষণ কি করা যায় গান ধরা যাক। স ঋ স ঋ গ ম গ প—কেমন?

বিট। তুমি একজন গন্ধর্ব্ববিশেষ।

সংস্থা। তা আর হবনা? হিং, জিরে, মরিচ, বচ, শুঁঠ আর গুড় একত্র করে ঘিয়ে আর তেলে মিশিয়ে, তাইতে কোকিলের মাংস ভেজে রোজ রোজ খেয়ে থাকি, তাতে আর গন্ধর্ব্ব হ'তে পারবো না?

(স্থাবরকের প্রবেশ)

বিট। এই স্থাবরক এসেছে।

সংস্থা। কেরে স্থাবরক এলি?

স্থাব। আজ্ঞে হাঁ।

সংস্থা। গাড়ীখানা এসেছে?

স্থাব। আজ্ঞে হাঁ।

সংস্থা। আর বলদ দুটো?

স্থাব। আজ্ঞে হাঁ।

সংস্থা। আর তুইও এসেছিস?

স্থাব। আজ্ঞে হাঁ।

সংস্থা। তা গাড়ীখানা আন।

স্থাব। এখানে আনবো কেমন করে?

সংস্থা। কেন, ঐ ভাঙা পাঁচীলের ওপর দিয়ে?

স্থাব। তাহ'লে গোরুদুটো মারা যাবে, গাড়ীখানাও ভাঙবে, আমিও মরবো।

সংস্থা। তুই জানিস যে আমি রাজার শালা? গোরু মারা যায় আবার দুটো কিনবো, গাড়ী ভাঙে আবার একটা গড়াব, তুই মরিস আবার একটা চাকর রাখবো।

স্থাব। তা সব হবে, কিন্তু আমার প্রাণটা গেলে আর একটা আমি ত আর হবনা?

সংস্থা। তা আমি জানিনি, তুই গাড়ী আন।

[স্থাবরকের প্রস্থান।

(যানসহ স্থাবরকের পুনঃপ্রবেশ)

তবে যে বেটা মিছে কথা কচ্ছিলি? এই ত এনেছিস। কৈ, গোরুদুটো ছিঁড়লোনা? দড়িগুলো ম'লোনা? তুইও ভাঙ্‌লিনি? মাস্ত, তুমি হচ্ছ আমার গুরু, তোমার মানটা রাখা উচিত, তুমি আগে গাড়ীতে ওঠ।

বিট। আচ্ছা। (অগ্রসর)

সংস্থা। থাম থাম, গাড়ীখানা কি তোমার বাবাকেলে? আমার গাড়ী, আমিই আগে উঠবো।

বিট। তা আমায় যেমন বল্লে সেই রকমই ত করছিলেম।

সংস্থা। তা বটে, তবু আমাকে আগে উঠতে বলা তোমার উচিত ছিল।

বিট। মহাশয়, অনুগ্রহ করে যানে পদার্পণ করুন।

সংস্থা। হাঁ, এই ঠিক। (গাড়ীতে উঠিবার উপক্রম এবং সহসা চমকিত হইয়া পশ্চাৎ অপসরণ) মাস্ত মাস্ত, গাড়ীতে একটা চোর না রাক্ষসী বসে রয়েছে, যদি রাক্ষসী হয় তাহ'লে এখনি আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে পালাবে, আর যদি চোর হয় তাহ'লে এখনি আমাদের গিলে খাবে।

বিট। ভয় কি? ভয় কি? গোরুর গাড়ীতে আবার রাক্ষসী আসবে কোথা থেকে? আমার বোধ হয় রৌদ্রের তেজে তোমার দেখবার ভ্রম হয়েছে, ওটা বোধ হয় স্থাবরকের ছায়া দেখে থাকবে।

সংস্থা। স্থাবরক, বেঁচে আছিস ত?

স্থাব। আজ্ঞে, বোধ হয় আছি।

সংস্থা। গাড়ীতে নিশ্চয়ই একটা মেয়েমানুষ আছে; তুই বেটা গাড়ীটে ভাল ক'রে দেখলিনে কেন? মান্য, ভাল করে দেখ ত?

বিট। যাচ্ছি। (অগ্রসর)

সংস্থা। বড় সব কুলক্ষণ দেখছি—শেয়ালগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে, কাকগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছে; তারা চোখ দিয়ে মানাকে না খেতে খেতে কিংবা দাঁত দিয়ে না দেখতে দেখতে আমার সরে পড়াই কর্ত্তব্য। না, একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াইগে। (দূরে অবস্থান)

বিট। একি! বসন্তসেনা? হরিণী শার্দ্দূলের অনুসারিণী? রাজহংসকে পরিত্যাগ করে হংসী কি কাকের অনুগামিনী হ'ল? ছিছি বসন্তসেনে! এ তোমার উচিত হয়নি। না না, ঠিক হয়েছে; যাকে অবহেলা তাকেই আবার প্রণয়দান করাইতো বারাঙ্গনার স্বধর্ম্ম, ধনলোভ তাদের এতই প্রবল!

বসন্ত। আমাকে বৃথা অনুযোগ কচ্ছেন কেন? গাড়ীর গোলযোগে আমি এই বিপদে পড়েছি। মহাশয়, একবার আমায় ঐ দুরাত্মার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, আবার আমায় রক্ষা করুন।

বিট। চিন্তা নাই, আমি তোমায় রক্ষা করবো। এ মূর্খটাকে

ভয় দেখাতে হচ্ছে। (অগ্রসর হইয়া সংস্থানকের প্রতি) সত্যি সত্যিই গাড়ীর ভেতর রাক্ষসী বসে আছে।

সংস্থা। বটে? যদি রাক্ষসী থাকে তাহ'লে তোমায় হরণ করে নিয়ে গেলনা কেন? আর যদি চোর হয় তাহ'লে এখনও তোমায় খেয়ে ফেল্লেনা যে?

বিট। তা যাক, আমার মত এই যে গাছের তলা দিয়ে দিয়ে ছাও-য়ায় ছাওয়ায় পদব্রজে বাড়ী যাওয়া যাক, ও গাড়ী চড়ে কাজ নাই।

সংস্থা। সেই ভাল। স্থাবরক, তুই তবে গাড়ী নিয়ে যা। না না, দেবতা বামুনের সামনে হেঁটে যাওয়া হবে না, আমি গাড়ী চড়ে যাব, তা'হলে পথের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করবে 'ঐ দেখ মহামান্য রাজশ্যালক চলেছেন'!

বিট। (স্বগতঃ) বড় সঙ্কটে পড়লেম যে; আগে ত ভেঙ্গে বলি, তারপর বিহিত করা যাবে। (প্রকাশ্যে) আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলেম, গাড়ীতে বসন্তসেনা বসে আছে।

সংস্থা। অ্যাঁ অ্যাঁ বল কি? বসন্তসেনা? তবে আমি দ্বিতীয় বাসুদেব, নয়?

বিট। তার আর ভুল আছে?

সংস্থা। অনেক কটু কথা বলেছিলেম, এখন একটু পায়ে ধরে সাধিগে।

বিট। উত্তম পরামর্শ।

সংস্থা। (অগ্রসর ও বসন্তের পদতলে উপবেশন করিয়া) বিশাল-নয়নি! একবার পা পানে চাও, আর একবার আমার হাতের পানে দৃষ্টিপাত কর, আমি যোড়হস্তে তোমার স্তব করছি আমি তোমার দাসানুদাস।

বসন্ত। দূর হ' পাপিষ্ঠ! (পদাঘাত)

সংস্থা। কি! এতবড় তেজ! যে মাথা কখনো দেবতার কাছে নোয়াইনি সেই মাথায় পদাঘাত! স্থাবরক, তুই একে কোথায় পেলি?

স্থাব। আমি চারুদত্তের বাড়ীর সামনে দিয়ে এখানে আসছিলেম, সামনে দেখলেম কতকগুলো গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ করেছে, তাই সেখানে আমাদের গাড়ীখানা রেখে রাস্তা পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেম, বোধ হয় সেই অবসরে ইনি এসে গাড়ীতে চড়ে বসে থাকবেন, আমি তো কিছুই জানিনে, গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেম।

সংস্থা। গাড়ীর গোলমালে? তবে আমার কাছে আসা নয়? আমার গাড়ী চড়ে সেই ছুঁচো বেটার কাছে যাওয়া হচ্ছিল? নাম বলছি, গাড়ী থেকে নাম, তা নাহ'লে জটায়ু যেমন তারার, কি হনুমান যেমন উষার কেশাকর্ষণ করেছিল, সেই রকম করে চুলের মুটি ধরে তোকে নামিয়ে দেব।

বিট। তুমি থাম, আমি নামিয়ে আনছি। (অগ্রসর হইয়া বসন্তসেনাকে লইয়া আগমন)

সংস্থা। (স্বগতঃ) আগে আমায় অপমান করেছিল এখন আবার লাথি মারলে, একে মেরে না ফেলে আমার মনের আগুন কিছুতেই নিববে না। (প্রকাশ্যে) মান্য, যদি দামী কাপড় পরতে চাও, আর চুহ চুহ চুকু চুকু কোরে উত্তম মাংস আহার করতে চাও, তাহ'লে একটা কাজ করতে পারবে?

বিট। কোন অকার্য্য ছাড়া যা করতে বলবে তা করতে প্রস্তুত আছি।

সংস্থা। না, তাতে অকার্য্যের গন্ধও নাই।

বিট। তবে বল।

সংস্থা। বসন্তসেনাকে মেরে ফেল।

বিট। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) নারীহত্যা! অকারণে স্ত্রীহত্যা! এ পাপে মজলে পরকাল-নদী পার হব এমন তরী ত দেখতে পাইনে।

সংস্থা। তার জন্য ভাবনা কি? আমি একখানা খুব বড় নৌকো দেব এখন। এমন নির্জ্জন বনে বধ করলে কে দেখতে পাবে?

বিট। কে দেখবে? দেখবে অনন্ত গগন—দেখবে চলন্ত পবন—দেখবে ফুটন্ত ফুলবন—দেখবে ফলন্ত তরুগণ—দেখবে প্রশান্ত তপোবন—দেখবে জ্বলন্ত হুতাশন—দেখবে দুরন্ত গ্রহগণ—দেখবে কালান্তক যম!

সংস্থা। তবে না হয় এক কাজ কর, কাপড় ঢাকা দিয়ে মেরে ফেল তাহ'লে ত আর কেউ দেখতে পাবেনা?

বিট। বাতুলের মত কথা কচ্ছ কেন?

সংস্থা। (স্বগতঃ) না, এটা বড় কাপুরুষ! স্থাবরককে দিয়ে কার্য্য শেষ করি। (প্রকাশ্যে) স্থাবরক, লক্ষ্মী ছেলেটী আমার, তোকে সোণার বালা দেব, সোণার পীঁড়ি দেব, পাতের খাবার দেব, সব চাকরের উপর কর্ত্তা করে দেব—তুই এক কাজ করবি?

স্থাব। অপকর্ম্ম ছাড়া সবই করতে পারি।

সংস্থা। না, তাতে অপকর্ম্মের গন্ধও নাই।

স্থাব। তবে বলুন।

সংস্থা। তুই বসন্তসেনাকে মেরে ফেল।

স্থাব। আজ্ঞে আমি তা পারব না, আমিই যে ওঁকে এখানে এনেছি।

সংস্থা। কি? পাজী, আমি কি তোর প্রভু নই?

স্থাব। শরীরের বটে, কিন্তু চরিত্রের নয়।

সংস্থা। আমার চাকর হয়ে তোর কাকে ভয়?

স্থাব। পরকালকে।

সংস্থা। সে বেটা আমার কে? কপালগুনবিনি? তবে এই নে। (প্রহার)

স্থাব। তা আমাকে মেরে ফেলুন না কেন, আমি কিন্তু অকার্য্য করতে পারবো না। আর জন্মে কত পাপ করেছিলেম তাই এ জন্মে এত কর্ম্মভোগ করছি, আর এ জন্মে পাপ করতে ইচ্ছা করিনা।

বিট। (স্বগতঃ) সাধু স্থাবরক! সাধু সাধু!

সংস্থা। (স্বগতঃ) তাইত এরা দুজনেই যে পেছুল! পরকালের ভয়? আমি রাজার শালা, প্রধান পুরুষ, আমার আবার ভয় কি? (স্থাবরকের প্রতি) যা, ঐদিকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকগে যা।

স্থাব। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সংস্থা। এইবারে মর। (বসন্তসেনাকে ধরিতে অগ্রসর)

বিট। আমার সামনে স্ত্রীহত্যা? (সংস্থানককে ভূমিতে নিক্ষেপ)

সংস্থা। (উঠিয়া) কি! কি আমারই খেয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা! (স্বগতঃ) এটাকে আগে সরাই তারপর বসন্তসেনাকে মারবো। (প্রকাশ্যে) মানা, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি এমন মহৎ কুলে জন্মেছি আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? স্ত্রীহত্যা

করবো ? এ কেবল্ বশে আনবার জন্য ওকে ভয় দেখাচ্ছিলেম, এটা আর বুঝতে পারলে না ? দেখ, বসন্তসেনা তোমার সামনে লজ্জা কর্‌ছে, তুমি একটু সরে যাও—আর দেখ—স্থাবরক বেটা বোধ হয় পালিয়ে গেছে, তাকে অমনি ধরে এন।

বিট। (স্বগতঃ) আমি আছি বলে বসন্তসেনা বোধ হয় সাহস করে ওকে তাচ্ছিল্য করে আরো ওর রাগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটু সরে যাই; নির্জ্জনে অনুরাগের সঞ্চার হতে পারে। (প্রকাশ্যে) তবে আমি এখন যাই। (গমনোদ্যত)

বসন্ত। (বিটের বসন ধরিয়া) আপনি চলে গেলে আমার আর উপায় নাই, আপনি আমায় রক্ষা করুন।

বিট। ভয় নাই ভয় নাই। (সংস্থানকের প্রতি) দেখ, বসন্তসেনাকে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেম, এর যেন কোন অনিষ্ট ঘটেনা।

সংস্থা। সেজন্য কোন চিন্তা নাই।

বিট। (স্বগতঃ) দুষ্টকে বিশ্বাস নাই। আমি আগে আড়াল থেকে দেখি কি করে, তারপর চলে যাব। (অন্তরালে অবস্থান)

সংস্থা। (স্বগতঃ) এইবারেই নিষ্কণ্টক হলেম। আচ্ছা, যদি আড়াল থেকে দেখে ? একটা উপায় করা যাক। (পুষ্পচয়ন করিয়া প্রকাশ্যে সহাস্যে) এস বসন্ত, রাগ করছো কেন ? এস এস আমার কাছে এস।

বিট। (স্বগতঃ) না, তবে আর কোন ভয় নাই। [প্রস্থান।

সংস্থা। দেখ, আমি তোমায় অনেক ধনরত্ন দেব, তোমার খুব যত্ন করবো, এই দেখ তোমার পায়ে আমার মাথা রাখছি, আমার উপর কি দয়া হবেনা ?

বসন্ত। মিছে কেন কর তুমি ধনের বড়াই?
আমি সেই ধনে গণি ধুলো মাটি ছাই।
যে রমণী ভাবি' ভবে, ভজে নীচে ধনের কারণ—
নীচের অধম সেই, বৃথা তার জীবনধারণ।
সহকার-সহবাস ত্যজি' কি পলাশে আশ করিব কখন?

সংস্থা। কি! চারুদত্ত-সহকার আর আমি পলাশ? কিংশুকও নয়? এখনও সে পাপিষ্ঠ বেটার নাম ভুললিনে?

বসন্ত। জাগরণে কি স্বপনে, যে নাম জাগিছে মনে,
কেমনে ভুলিব সেই সুধামাখা নাম?

সংস্থা। আচ্ছা দেখি তোর চারুদত্ত বেটা এখন কেমন করে তোকে রক্ষা করে?

বসন্ত। তিনি যদি এখানে থাকতেন অবশ্যই আমার রক্ষা করতেন।

সংস্থা। ওঃ! সে বেটা কি বালির পুত্র ইন্দ্র, না রম্ভার পুত্র কালনেমি, না দ্রোণের পুত্র জটায়ু? আর কারো সাধ্য নাই যে আমার হাত থেকে তোকে ছাড়িয়ে নেয়। এই দেখ্, এই দেখ্—চাণক্য যেমন সীতাকে, কি জটায়ু যেমন দ্রৌপদীকে বধ করেছিল, আজ সেই রকম করে তোকে মারি। (গলাটিপন)

বসন্ত। কোথায় জননী মোর—
প্রাণ যায়—দাও মা বিদায়।
কোথা চারু আছ এ সময়—
দেহ দরশন;
বড় সাধ ছিল মনে সেবিব চরণ—
অকালে আমার সনে প্রেমের মরণ!

সংস্থা। এখনও সেই বেটোর নাম? (গলা টিপিয়া ধরা)

বসন্ত। চারু—চা—রু—চা—(পতন)

সংস্থা। বাঃ—আপদ চুকে গেল। একটু সরিয়ে রাখি।

(তথাকরণ)

(বিট ও স্থাবরকের প্রবেশ)

বিট। কৈ? আমার গচ্ছিত ধন ফিরে দাও।

সংস্থা। সে আবার কি?

বিট। বসন্তসেনা।

সংস্থা। চলে গেছে।

বিট। কোথায়?

সংস্থা। তোমার পেছনে পেছনে।

বিট। তাহ'লে ত আমার সঙ্গে দেখা হ'ত?

সংস্থা। তুমি কোন্‌দিকে গিয়েছিলে?

বিট। পূর্ব্বদিকে।

সংস্থা। বসন্তসেনাও দক্ষিণদিকে গিয়েছে।

বিট। না না, আমি দক্ষিণদিকেই গিয়েছিলেম।

সংস্থা। বসন্তসেনাও উত্তরদিকে গিয়েছে।

বিট। কি পাগলের মত বকছো? শুনে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে।

সংস্থা। ভয়ের কারণ কি? আমি তোমার মাথায় পা দিয়ে দিব্যি করে বলছি বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছি।

বিট। মেরে ফেলেছ!

সংস্থা। বিশ্বাস হ'লনা? তবে আমার কীর্ত্তি দেখবে এস।

(বিটকে অন্তরালে লইয়া দেখান ও মস্তকে হস্ত দিয়া বিটের ভূমিতে উপবেশন)

স্থাব। (স্বগতঃ) আমার দোষেই এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

বিট। (উঠিয়া) আহা বসন্তসেনা! তুমি যথার্থই রমণী-কুল-ভূষণা ছিলে। আহা তুমি মূর্ত্তিমতী মায়া, তোমার দয়ার অবধি ছিলনা। আজ করুণা-সাগর শুষ্ক হয়ে গেল—আজ আনন্দবাজার জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেল! (সংস্থানকের প্রতি) নরাধম! তুই কি মনে করেছিস্ যে তোকে এর প্রতিফল পেতে হবেনা? নরক-কীট! তুই নিশ্চয়ই জানিস তোরি পাপে উজ্জয়িনী-রাজলক্ষী নগর পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। (স্বগতঃ) এর কাছে থাকলে আমাকেও বিপদে পড়তে হবে। (গমনো-দ্যত ও সংস্থানক কর্ত্তৃক ধৃত)

ছেড়ে দে বালাই, না চাহি রহিতে তব ঠাঁই।

সংস্থা। বেশ, তুমি বসন্তসেনাকে বধ করলে আর আমার ঘাড়ে দোষ দিয়ে পালাচ্ছ?

বিট। পাপিষ্ঠের শিরোমণি দুষ্ট দুরাচার!

সংস্থা। মাস্ত, আমি তোমায় অর্থ দেব, শিরস্ত্রাণ দেব।

বিট। রেখে দাও অর্থ তব—অনর্থ ঘটিবে।

দিতে চাও শিরস্ত্রাণ? আগে কর নিজ-শিরস্ত্রাণ!

সংস্থা। হাঃ হাঃ হাঃ ঠাণ্ডা হও ঠাণ্ডা হও। চল, পুকুরে গিয়ে স্নান করা যাক।

বিট। নারীহত্যাকারি!

না পারি শুনিতে আর পাপীর বচন—

এবে চলিনু যথায় যায় মন। (গমনোদ্যত)

সংস্থা। (ধরিয়া) পালাচ্ছ কোথায়? আমার বাগানে স্ত্রীহত্যা করেছ মনে নাই? আমার ভগ্নীপতি রাজার কাছে কি উত্তর দেবে চল।

বিট। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) দূর হ'রে দুরাত্মন্!

সংস্থা। (পশ্চাৎ হটিয়া) ভয় পেলে নাকি? তবে যাও।

বিট। (স্বগতঃ) এখানে থাকলেই সমূহ বিপদ। শর্ব্বিলক প্রভৃতির সঙ্গে আর্য্যকের সহিত যোগ দিইগে।

[প্রস্থান।

সংস্থা। দূর হ।—স্থাবরক, তুই কি বলিস?

স্থাব। আজ্ঞে, আপনি অতি অন্যায় কাজ করেছেন।

সংস্থা। সেকিরে? (অঙ্গ হইতে অলঙ্কার লইয়া) এই নে, এগুলো তোকে দিলেম।

স্থাব। আজ্ঞে, আমি ওসব দামী জিনিষ নিয়ে কি করবো?

সংস্থা। আঃ নে না। তবে তুই গাড়ীখানা বাড়ী নিয়ে যা; আমি যতক্ষণ না যাই, তুই ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিস।

[স্থাবরকের প্রস্থান।

আপনার প্রাণ নিয়ে ত মাত্ত পালাল, স্থাবরক বেটাকে ত গিয়েই বেঁধে রাখবো, তাহ'লে এ ব্যাপারটার আর প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নাই। দাঁড়াও, একবার ভাল করে দেখে যাই বসন্তসেনা বেটী ভাল করে মরেছে কি না।—এই যে কতকগুলো শুকনো পাতা আছে তাই দিয়ে ওটাকে বেশ করে চাপা দিই তাহ'লে কেউ আর দেখতে পাবেনা। (তথাকরণ) তার পর এখন বিচারালয়ে গিয়ে চারুদত্তের নামে অভিযোগ করিগে যে অর্থলোভে সে বসন্তসেনাকে আমার বাগানে এনে মেরে

ফেলেছে। বেড়ে বুদ্ধি করিছি! এইবারে বেটা মরবে।—আঃ! আবার সেই ভিক্ষু বেটা আসছে। ও যদি আমায় দেখতে পায় তাহ'লে ত আমায় দোষী করতে পারে। ঐ ভাঙ্গা পাঁচীলের উপর দিয়েই লাফ দিই। লঙ্কায় যাবার সময় মহেন্দ্র যেমন হনুমান-পর্ব্বতের উপর লাফ দিয়েছিল সেই রকম লাফ দিয়ে যাই।

[লম্ফ দিয়া প্রস্থান।

(ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু। কাপড়খানা শুকুতে দিই কোথায়? গাছের ডালে দেব? না, বড় বাঁদরের উপদ্রব দেখছি। মাটির উপর দেব? না, ধুলো লাগবে। ভাল, ঐ যে কতকগুলো শুকনো পাতা জড় করা রয়েছে, ওর উপর দিইনা কেন? (তথাকরণ)। বুদ্ধায় নমঃ! না—যতদিন আমি বসন্তসেনার অনুগ্রহের কিছু প্রতিদান করতে না পারি, ততদিন আমার পরকালের চিন্তা করাই বৃথা। আরে! পাতাগুলো খড়মড় করছে না? বোধ হয় আমার ভিজে কাপড়ের জলে শুকনো পাতাগুলো ফুলে উঠছে। আরে বাপরে! আবার একটা হাত বেরচ্ছে যে! হাতখানা যেন চেনো চেনো বলে বোধ হচ্ছে; হাঁ ঠিক ত বটে—যে হাত আমায় দ্যূতকরের ঋণ থেকে মুক্ত করেছে, এ যে সেই হাত বলে মনে হচ্ছে। (অগ্রসর) কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! আর্য্যা বসন্তসেনা? আহা, হাঁ করেছে, একটু জল দিই; তাইত পুকুর ত কাছে নাই, আমার ভিজে কাপড়ের জল নিংড়ে দিই। (তথাকরণ)

বসন্ত। আঃ বাঁচলেম! কে আপনি?

ভিক্ষু। আমায় চিন্তে পারছেন না? দশ মোহর দিয়ে যার প্রাণরক্ষা করেছিলেন? আপনার এরকম দশা হ'ল কেন?

বসন্ত। আমি বড় হতভাগিনী।

ভিক্ষু। থাক্ থাক্ পরে শুনবো এখন; আপনি উঠতে পারবেন?

বসন্ত। দেখি।

ভিক্ষু। (স্বগতঃ) আমি ত স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে পারবো না; কি করি? (প্রকাশ্যে) আমি এই ডালটা নুইয়ে ধরি, তাই ধরে উঠুন।

(ভিক্ষু কর্তৃক তথাকরণ ও বসন্তের উত্থান)

নিকটে আমার এক ধর্মভগ্নী আছেন সেইখানে বিশ্রাম করে তারপর বাড়ী যাবেন। আসুন আসুন—আস্তে আস্তে।

[ধীরে ধীরে উভয়ের গমন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচারালয়

(শোধনকের প্রবেশ ও আসনাদি প্রস্তুত করিয়া প্রস্থান;
বিচারপতি, শ্রেষ্ঠী, ধনদত্ত ও শোধ-
নকের পুনঃপ্রবেশ)

বিচার। বিচারকের কার্য্য বড়ই কঠিন। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই স্বার্থসাধনের জন্ত মিথ্যার অনুবর্ত্তী হয়; ইহাদিগের মধ্যে তথ্য অবধারণা করা সমূহ দুষ্কর। বিচারান্তে এক পক্ষ বিচারককে দোষারোপ করা স্বতঃসিদ্ধ। বিচারকের ব্যবহার,

শাস্ত্রজ্ঞতা, কপটানুসরণে কুশলতা, বাগ্মিতা, কোপরাহিত্য, অপক্ষপাতিতা, ধর্ম্মরততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণে মণ্ডিত থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

শ্রেষ্ঠী। যারা আপনার গুণকলাপে দোষারোপ করে, তারা অনায়াসে বলতে পারে যে চন্দ্রালোকে অন্ধকার আছে।

বিচার। (আসন গ্রহণ করিয়া) শোধনক, বাহিরে গিয়ে সংবাদ নাও কে কে বিচারপ্রার্থী উপস্থিত আছে।

শোধ। (নেপথ্যে গিয়া) কে কে বিচারপ্রার্থী উপস্থিত আছ শীঘ্র শীঘ্র এস, বিচারপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করেছেন।

(সংস্থানকের প্রবেশ)

সংস্থা। আমি রাজশ্যালক—প্রবরপুরুষ—বাসুদেব, আমার অভিযোগ আছে।

শোধ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি বিচারপতি মশাইকে সংবাদ দিই। (বিচারকের প্রতি) ধর্ম্মাবতার, রাজার শালাই প্রথম বিচারপ্রার্থী।

বিচার। প্রথমেই রাজশ্যালক? না জানি আজ কি বিপদই ঘটবে। বলগে যে আজ আমাদের অন্য কাজ আছে, তাঁর অভিযোগ শোনবার অবসর হবেনা।

শোধ। যে আজ্ঞে। (সংস্থানকের প্রতি) আর্য্য, বিচারপতি মশাই বল্লেন যে আপনার অভিযোগ শোনবার সময় হবেনা।

সংস্থা। কি! আজ হবেনা? আচ্ছা এখনি আমার ভগ্নীপতি রাজার কাছে চল্লেম, এখনি আমার ভগ্নী আর মাতাকে জানিয়ে এই বিচারপতিকে ছাড়িয়ে অন্য লোক নিযুক্ত করাব।

(গমনোদ্যত)

শোধ। দাঁড়ান দাঁড়ান, একবার বিচারপতি মশাইকে জানিয়ে আসি। (বিচারকের প্রতি) আজ্ঞে, শ্যালক মশাই বড় রাগ করছেন, আর বলছেন যে এখনি রাজাকে জানিয়ে ধর্ম্মাবতারকে কর্ম্মচ্যুত করবেন।

বিচার। ও মূর্খ তা পারে, খোঁটার জোর আছে। আচ্ছা ওকে আসতে বল।

শোধ। (সংস্থানকের প্রতি) মহাশয়, আসুন আসুন, আপনার অভিযোগ এখনি শোনা হবে।

সংস্থা। (স্বগতঃ) আগে বল্লে 'হবেনা' এখন বলছে 'হবে'—বেটা ভয় খেয়েছে, এখন যা বলবো তাই বিশ্বাস করাব। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) আমার সমস্ত মঙ্গল, তোমাদেরও তাই হ'ক—কারণ মঙ্গল অমঙ্গল সমস্তই আমার হাতে।

বিচার। (স্বগতঃ) বিচারপ্রার্থীর উক্তিই বটে। (প্রকাশ্যে) আপনি বসুন।

সংস্থা। হাঁ, এ সমস্ত স্থানই ত আমার; যেখানে ইচ্ছা হয় সেইখানেই বসবো। (শ্রেষ্ঠীর দিকে) এইখানেই বসি, না— (অন্যদিকে) এইখানেই বসি, না না—(বিচারকের মস্তকে হাত দিয়া) এইখানেই বসি।

বিচার। আপনার কোন অভিযোগ আছে?

সংস্থা। আছে বৈকি।

বিচার। বলুন।

সংস্থা। ক্রমেই বলছি। কিন্তু স্মরণ রেখো আমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছি; আমার বাপ রাজার শ্বশুর, রাজাও আমার বাপের জামাই—আমি রাজার শ্যালক, রাজাও আমার ভগ্নীপতি।

বিচার। সে সব আমাদের অবিদিত নাই; আপনার অভিযোগ কি তাই বলুন।

সংস্থা। তবে শোন:—আমার ভগ্নীপতি আমার গুণে পরিতুষ্ট হ'য়ে সেই উৎকৃষ্ট পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান আমায় দান করেছেন। সেখানে আমি প্রতিদিন গিয়ে আমোদ প্রমোদ করে থাকি। আজ সেখানে গিয়ে দেখলেম—কি নাই দেখলেম—একটা মৃত স্ত্রীলোকের শরীর পতিত রয়েছে।

বিচার। সে স্ত্রীলোকটীকে জানেন?

সংস্থা। কেন জানবো না? বসন্তসেনাকে কে না জানে? কোন কুলাঙ্গার তাকে নির্জ্জন বনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে অর্থলোভে তাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আমি না—

বিচার। নগররক্ষকদের কি অসাবধানতা! অভিযোগ লিপিবদ্ধ কর; 'আমি না' এ কথাটীও লিখো।

সংস্থা। (স্বগতঃ) ছিছি ছিছি, ব্যস্তসমস্ত হয়ে আপনারি মাথা খেলেম? যা হয়েছে তার আর উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) তুমিত বড় বুদ্ধিমান দেখছি! কথার মানে বুঝতে পারনা, মিছে একটা গোলমাল করছো কেন? আমি বলেছিলেম 'আমি দেখিনি।' (পদদ্বারা লিপি মুছন)

বিচার। তবে আপনি কেমন করে জানলেন যে অর্থলোভে তাকে গলাটিপে মেরেছে?

সংস্থা। সেটা আমার অনুমান, কারণ গলা ফুলো ছিল আর গায়ে গহনা ছিলনা।

শ্রেষ্ঠী। এটা সম্ভব বটে।

সংস্থা। আঃ বাঁচলেম!

শ্রেষ্ঠী। এ অভিযোগে আর কাকে প্রয়োজন ?

বিচার। বিচারকার্য্য দুইপ্রকার। যে অভিযোগ বাক্যানুসারে উপস্থিত হয় তাহাতে বাদী প্রতিবাদীর প্রয়োজন, আর যে অভিযোগ অর্থঘটিত তাহা কেবল বিচারকের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

শ্রেষ্ঠী। তাহ'লে এ অভিযোগে বসন্তসেনার মাতার সাক্ষ্য প্রয়োজন ?

বিচার। তার আর সন্দেহ কি ? শোধনক, তুমি শীঘ্র গিয়ে বসন্তসেনার মাতাকে এখানে আনয়ন কর।

(শোধনকের প্রস্থান ও বসন্তসেনার মাতাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

শোধ। এস গো এইদিকে এস।

বসন্ত-মাতা। আঃ দাঁড়ানা বাপু, আমায় ডাকা কেন বাপু, আমার বড় ভয় করছে যে! (বিচারকের প্রতি) আপনাদের মঙ্গল হ'ক।

বিচার। এস, এইখানে উপবেশন কর।

সংস্থা। কেরে ? বুদ্ধা কুট্টনী এলি ? আচ্ছা, বোস বোস।

বিচার। ভদ্রে, তুমি কি বসন্তসেনার মাতা ?

বসন্ত-মাতা। আজ্ঞে হাঁ ধর্ম্ম-অবতার।

বিচার। তোমার কন্যা এখন কোথায় ?

বসন্ত-মাতা। কোন বন্ধুলোকের বাড়ীতে গিয়েছে।

বিচার। সে বন্ধুলোকের নাম কি ?

বসন্ত-মাতা। (স্বগতঃ) বড় মুস্কিলে ফেল্লে যে। (প্রকাশ্যে) সেকথা কি তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ?

শ্রেষ্ঠী। এটা বিচারঘটিত প্রশ্ন, উত্তর দিতে কোন দোষ নাই।

বসন্ত-মাতা। ধর্ম্ম-অবতার, সে একজন খুব-ভাল লোকের বাড়ীতে গিয়েছে। সগরদত্তের ছেলে, বিনয়দত্তের নাতি, চারু-দত্তের বাড়ীতে গিয়েছে।

সংস্থা। শুনলে ত? ও কথাটা লিখে নাও। চারুদত্তের নামেই আমার অভিযোগ।

বিচার। চারুদত্তকেও প্রয়োজন হচ্ছে। (স্বগতঃ) চারু-দত্তকে কি করে আনাই? রাজ-নিয়োগে আনাব তাতে দোষ কি? (প্রকাশ্যে) শোধনক, তুমি আর্য্য চারুদত্তকে আমার অভি-বাদন জানিয়ে বলগে যে আধিকরণিক মহাশয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করেন।

[শোধনকের প্রস্থান।

ধনদত্ত, এ কথাটা লিখে নাও, বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়ীতে শেষ গমন করেছিল।

(শোধনকের সহিত চারুদত্তের প্রবেশ)

চারু। (কপালে হস্ত দিয়া) বড় দুর্লক্ষণ দেখছি। পথে আসতে আসতে দেখলেম একটা কালসর্প শায়িত রয়েছে, শকুনি সকল উড়ে বেড়াচ্ছে, শুষ্কভূমিতে চরণস্খলন হ'ল, ললাটে কবাটের আঘাত পেলেম, না জানি অদৃষ্টে কি আছে। রাজা কি আর্য্যকঘটিত ব্যাপার জানতে পেরেছেন? অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। দেবতারা যা কিছু করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

(অগ্রসর)

বিচার। (স্বগতঃ) আকৃতি দেখেই প্রকৃতির নিরাকৃতি হয়।

চারুদত্তের মুখ দেখে কখনই অনুভব হয়না যে সে এই পা
কার্য্য করেছে।

চারু। ন্যায়কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধিকে অভিবাদন
করি।

বিচার। আসতে আজ্ঞা হ'ক, আসন গ্রহণ করুন। আপনা
সমস্ত মঙ্গল?

সংস্থা। কিহে নারীঘাতক মহাশয়? আপনার শুভাগমন
হয়েছে? বাঃ বাঃ কি ন্যায়ানুগত বিচার! স্ত্রীবধকারীকে অভ্য
র্থনা! আচ্ছা দেখা যাক।

বিচার। আর্য্য চারুদত্ত, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে
ইচ্ছা করি।

চারু। আজ্ঞা করুন।

বিচার। এই স্ত্রীলোকটীর কন্যার সহিত আপনার আলাপ
আছে কি? ইনি বসন্তসেনার মাতা।

চারু। ভদ্রে, অভিবাদন করি।

বসন্ত-মাতা। তোমার মঙ্গল হ'ক বাছা। (স্বগতঃ) আহা
যেমন শুনেছিলেম তেমনই দেখলেম। আমার মেয়ে অতি সৎ-
পাত্রেই মন সমর্পণ করেছে।

বিচার। বলুন বলুন, বসন্তসেনার সহিত আপনার সম্প্রীতি
আছে কি না।

(চারুদত্তের অধোবদনে অবস্থিতি)

সংস্থা। কি লজ্জা গো! ধনের লোভে যে নারীহত্যা করতে
পারে, তার আবার লজ্জা দেখ। রাজার বিচারে কিছুই চাপা
থাকবেনা, সব বেরিয়ে পড়বে, সব বেরিয়ে পড়বে।

শ্রেষ্ঠী। লজ্জা করলে চলবে না, বলুন বলুন।

চারু। কি আর বলবো? যদি বলি আলাপ আছে, তাহ'লে আমার তরুণ বয়সই দোষী, আমার চরিত্র দোষী নয়।

বিচার। লজ্জা পরিত্যাগ করে সরলভাবে উত্তর দিন; এ বিচারঘটিত প্রশ্ন, উত্তর দিতেই হবে।

চারু। বিচারঘটিত! কে অভিযোক্তা?

সংস্থা। আমি আমি।

চারু। তুমি? তোমার সঙ্গে ত আমার কোন সংস্রবই নাই।

সংস্থা। কি? ধনলোভী স্ত্রীঘাতক! মনে করেছিস বুঝি যে তোর পাপকার্য্য গোপন থাকবে?

চারু। তুমি উন্মত্তের মত প্রলাপ বকছো কেন?

বিচার। শান্ত হও, শান্ত হও। সত্য কথা বল, বসন্তসেনা তোমার প্রণয়ভাজন কি না।

চারু। আজ্ঞে হাঁ।

বিচার। সে এখন কোথায়?

চারু। চলে গিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী। চলে গিয়েছে? কোথায়? কেমন করে? কার সঙ্গে?

চারু। (স্বগতঃ) গোপনভাবে গিয়েছে বলবো কি? (প্রকাশ্যে) বাড়ীতে গিয়েছে, আর কি বলবো?

সংস্থা। আর কি বলবে? আমার বাগানে নিয়ে গিয়ে তার গয়না চুরী করবার জন্যে তাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছ, আর কি বলবে? এই বুঝি তার বাড়ী ফিরে যাওয়া?

বিচার। (স্বগতঃ) হিমালয়কে পরিমাণ করা, সদাগতির গতিরোধ করা, আর মহাসাগর সন্তরণ করার ন্যায় চারুদত্তকে

দোষী করা একেবারেই অসম্ভব। (প্রকাশ্যে) আমার ত বোধ হয়না যে মহাত্মা চারুদত্ত দোষী।

সংস্থা। তুমি ওর দিকে টেনে কথা কচ্ছ কেন? ন্যায্য বিচার কর।

বিচার। যদি তুমি শূদ্র হয়ে বেদপাঠ কর, তাহ'লে কি তোমার জিহ্বা তদ্দণ্ডেই খণ্ড খণ্ড হয়ে নিপতিত হবেনা? যদি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহ'লে কি তোমার চক্ষু তৎক্ষণাৎ ঝলসিত হবেনা? যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হস্ত নিক্ষেপ কর, তাহ'লে কি তোমার হস্ত সেই মুহূর্ত্তেই দগ্ধ হয়ে যাবেনা? আর যদি চারুদত্তের নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ কর, তাহ'লে কি পৃথিবী দ্বিধা হয়ে তোমায় তখনি গ্রাস করবেন না! যিনি সাধু মহাশয়ের আদর্শ, যিনি অকাতরে ধন বিতরণ করে দীনদরিদ্রের দুঃখমোচন করেছেন, তিনি কি সামান্ত ভূষণের জন্য এমন মহাপাপে লিপ্ত হতে পারেন?

সংস্থা। তুমি বড় পক্ষপাত করে বিচার করতে আরম্ভ করলে। যথার্থ বিচার কর, যথার্থ বিচার কর।

বসন্ত-মাতা। মিথ্যা কথা! অসম্ভব কথা! যখন বসন্তসেনার গচ্ছিত গহনাগুলি চুরী যায়, তখন তার বিনিময়ে যে লোক বহুমূল্য রত্নহার দান করতে পারে, সেকি কখন সামান্ত অর্থের লোভে নারীহত্যা করতে পারে? কখনই পারেনা—কখনই পারেনা। মাগো বসন্তসেনা! তুমি কোথায় গেলে মা? (রোদন)

বিচার। চুপ কর, চুপ কর। আচ্ছা, বসন্তসেনা যখন তোমার বাড়ী থেকে প্রতিগমন করে, তখন পদব্রজে না যানারোহণে গমন করেছিল?

চারু। আমি গমন করতে দেখিনে, সুতরাং এ কথার উত্তর দিতে অক্ষম।

(বীরকের প্রবেশ)

বীরক। ধর্ম্মাবতার! বিচার করুন। অকারণে চন্দনক আমাকে প্রহার করেছে।

বিচার। বিবরণ কি?

বীরক। ধর্ম্মাবতার! আমরা আর্য্যকের অন্বেষণ করছি, পথে দেখলেম একখানা গাড়ী যাচ্ছে, চন্দনককে বল্লেম গাড়ীর ভিতর কে আছে দেখে এস; সে দেখে এলে পর আমি দেখতে যাচ্ছি এমন সময় সে টেনে এনে আমায় কিল চড় লাথি মেরে আমার যথেষ্ট অপমান করেছে, বিচার করতে আজ্ঞা হয়।

বিচার। সে গাড়ীখানা কার তা জান?

বীরক। বাহক বল্লে চারুদত্তের; বসন্তসেনাকে নিয়ে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল।

সংস্থা। শুনলে ত? এখন?

বিচার। বীরক, তোমার অভিযোগ পরে শুনছি; এখন তুমি শীঘ্র পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়ে দেখে এস সেখানে কোন মৃত স্ত্রীলোকের শরীর পতিত রয়েছে কি না।

বীরক। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(ক্ষণপরে বীরকের পুনঃ প্রবেশ)

সেখানে গিয়ে জানলেম যে বন্য জন্তুরা একটা মৃত স্ত্রীলোককে টেনে নিয়ে গেছে।

বিচার। কেমন করে জানলে স্ত্রীলোক?

ধীরক। ছেঁড়া চুল আর হাত পা'র চিহ্ন দেখে।

বিচার। (স্বগতঃ) নির্ম্মল শশী আজ রাহুগ্রস্ত হ'ল ! বিম সলিল আজ কুলপাতে কলুষিত হ'ল। সত্যের তথ্য করা বড় কঠিন। যতই এ ব্যাপারের ভিতর প্রবেশ করছি, ততই যে জটিল বলে বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) চারুদত্ত, সত্য কথা বল

চারু। ধীরে ধীরে তুলি ফুল, পাছে তার শাখামূল
কর-প্রহারেতে টুটে যায়।
কোন্ প্রাণে বল হায়, কুসুম-কোমল-কায়,
সে করে বধিব সরলায় ॥

সংস্থা। ওহে বিচারক মহাশয়, বলি এই রকম পক্ষপ করে বিচার চলবে নাকি ? এখনো তোমার কাছে একে বস দিয়েছ ?

বিচার। শোধনক, একে আসন থেকে উঠতে বল।

(চারুদত্তের ভূমিতে উপবেশন)

সংস্থা। (স্বগতঃ) হাঃ হাঃ—এখনতো নিজের দোষ পরে ঘাড়ে চাপালেম। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া) এই দেখ্ দেখ আমার দিকে চেয়ে দেখ্,—স্বীকার করনা যে আমি বসন্তসেনা মেরে ফেলেছি।

চারু। (স্বগতঃ) আহা ! বয়স্য আমার এ অপযশের ক শুনে মনে কতই ব্যথা পাবে ! ধূতাদেবী—আহা পতিপরায় সতী !—পতির এমন দুর্গতির কথা শুনে না জানি তোমার প্রা আজ কতই কষ্ট হবে !—বৎস রোহসেন ! আহা বাছা আম শৈশবখেলার মত্ত, এ সব তত্ত্ব কিছুই জানেনা, বুঝতে পার বোধ হয় বড়ই মর্ম্মপীড়িত হবে !

(দূরে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়। সখা বল্লেন যে সোণার গাড়ী কেনবার জন্য রোহসেনকে বসন্তসেনা যে সোণার গহনা দিয়েছিল, তা তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস। পথে রেভিলের মুখে শুনলেম যে সখা বিচারালয়ে এসেছে। কথাটা ভাল বলে বোধ হচ্ছেনা। এখানে একবার সন্ধানটা নিয়ে তার পর বসন্তসেনার বাড়ী যাব। (অগ্রসর ও বিচারপতির প্রতি) অভিবাদন করি।—বয়স্য, সমস্ত কুশল ত?

চারু। ইহলোকে আর ত কুশল দেখিনে।

মৈত্রেয়। সেকি? তুমি এরকম করে এখানে বসে আছ কেন?

চারু। পাতকী নারকী আমি—নারীহত্যাকারী!

কামিনী-কুসুম-প্রাণ
শোণিতে করেছি প্রতিদান।
অধিক কহিতে নারি—জিজ্ঞাস উঁহারে।

মৈত্রেয়। ব্যাপারটা কি? (মৈত্রেয়ের কর্ণে চারুদত্তের কথা) কে এ কথা বল্লে?

চারু। জিজ্ঞাস উঁহারে—

মম নিগ্রহ কারণে
গ্রহগণ নিয়োজিল যাঁরে।

মৈত্রেয়। তুমি বল্লেনা কেন যে বসন্তসেনা বাড়ীতে গেছে?

চারু। বলেছিলেম, কিন্তু আমার এ দুঃসময়ে কে সে কথা বিশ্বাস করবে?

মৈত্রেয়। আর্য্যগণ! বিবরণ বুঝিতে নারিনু।

বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, দেবালয়,

তোরণ, আপন, কতশত প্রস্রবণ,
যার ধনে উজ্জয়িনী করে সুশোভন—
যার ধনে দীনহীন সুখেতে মগন —
সেকি তুচ্ছ ভূষণের তরে বিনাশিবে
অসহায়া অবলায় নির্জ্জন কাননে ?
(সংস্থানকের প্রতি)
ওরে ষণ্ড মহাভণ্ড পাষণ্ড পামর !
সুবর্ণরাশিমণ্ডিত মর্কট বর্ব্বর !
আবার বলিবি যদি
নারীহত্যাকারী সখা মোর—
নিস্তার নাহিক তোর।
বেত্রঘাতে নেত্রপাত কর দুরাচার ;
তোর হৃদয়ের মত কুটিল আকার,
কোটিখণ্ডে গুঁড়াইব মস্তক নিশ্চয় !

সংস্থা। দেখ দেখ, চারুদত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ, এবেটা আমার মাথা ভাঙ্গবে কেন ? আমরা দেখি।

(উভয়ের মল্লযুদ্ধ এবং মৈত্রেয়ের বস্ত্রমধ্য হইতে অলঙ্কার পতন)

এই দেখ এই দেখ, এই সেই হতভাগিনীর অলঙ্কার। (চারুদত্তের প্রতি) এই সামান্য গহনার জন্য তাকে বধ করলি ?

চারু। (জনান্তিকে) অলঙ্কার আবিষ্কার কালের ঘটন।
ভূষণ-পতনে মম জীবন পতন।

মৈত্রেয়। (জনান্তিকে) ভেঙ্গে বলনা কেন ?

চারু। (জনান্তিকে) নরপতি দুর্ব্বল নয়ন ;

সত্যে নাহি পায় দরশন—
কপালে রয়েছে ভাই কুৎসিৎ মরণ।

বিচার। হায় হায়! কি আক্ষেপের বিষয়—কি আক্ষেপের বিষয়!

শ্রেষ্ঠী। আর্য্যে! দেখ দেখি এ গহনাগুলো তোমার মেয়ের কি না।

বসন্ত-মাতা। সেইরকম বটে, কিন্তু তার নয়।

সংস্থা। বুড়ো হ'লে বাহাত্তুরে হয়, না? চোখে বল্লি 'হাঁ'—মুখে বল্লি 'না'।

বসন্ত-মাতা। দূর হ' হতভাগা।

শ্রেষ্ঠী। সাবধান হয়ে বল তোমার মেয়ের কি না।

বিচার। গহনাগুলো চেন?

বসন্ত-মাতা। আমি ত বলিছি, আমার মেয়ের গহনার মতন বটে, কিন্তু তার বলে বোধ হচ্ছেনা।

বিচার। ওর কথা নিতান্ত অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছেনা। কারণ উত্তম শিল্পীরা একটা বস্তু দেখে অবিকল সেই রকম আর একটা বস্তু প্রস্তুত করতে পারে।

শ্রেষ্ঠী। (চারুদত্তের প্রতি) এ গহনাগুলো কি তোমার?

চারু। আজ্ঞে না।

শ্রেষ্ঠী। তবে কার?

চারু। এঁরই কন্যার।

শ্রেষ্ঠী। তোমার কাছে এল কেমন করে?

চারু। আমার—আমার—

শ্রেষ্ঠী। সত্য কথা বল।

চারু। আভরণের কথা বিশেষ জানিনা, তবে এইমাত্র জানি যে আমার বাড়ী থেকে আনা হয়েছে।

সংস্থা। বোঝা গেছে বোঝা গেছে, আমার বাগানে তাকে বধ করে তার পর গহনাগুলো বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিচার। সত্য কথা বল, নতুবা এখনি তোমার কোমল অঙ্গে কর্কশ কশাঘাত হবে।

চারু। আমি নিষ্পাপকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার কোন কার্য্যের জন্য আমার পিতামাতা এপর্য্যন্ত প্রাণে ব্যথা পাননি। তবে যদি আমাকে পাপী বলে জ্ঞান করেন, তাহ'লে এ প্রাণ গ্রহণ করুন, ছার প্রাণ রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। (স্বগতঃ) বসন্ত-বিহীন প্রাণধারণ কেবল ভারবহন মাত্র। (প্রকাশ্যে) আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি? আমি ধর্ম্মত্যাগ করেছি, ইহকালে সকলের ঘৃণ্য, আর পরকালে সমুচিত শাস্তি পাবার উপযুক্ত হয়েছি।

সংস্থা। একেবারেই বলে ফেল যে আমি বসন্তসেনাকে বধ করিছি।

চারু। এইত বলাই হয়েছে।

সংস্থা। শোন শোন, সকলে শোন—নিজমুখেই অপরাধ স্বীকার করেছে। এইবারে এর দণ্ডবিধান হ'ক। আহা চারু-দত্ত—বড় হতভাগ্য তুমি!

বিচার। শোধনক, চারুদত্তকে ধৃত কর।

বসন্ত-মাতা। ওগো তোমরা আমার একটা কথা শোন। আমি নিশ্চয় বলছি এঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। আর যদিও ইনি আমার মেয়েকে বধ করে থাকেন, তাহ'লেও

ইনি দীর্ঘজীবী হ'ন। আমার মেয়ে, আমি কোন অভিযোগ করছিনি, তবে অকারণে কেন অবিচার করছো? এঁকে ছেড়ে দাও।

সংস্থা। আরে মোলো, এ মাগী আবার ক্যাচ ফ্যাচ করে কেন? তোর বাপু অত কথায় কাজ কি?

বিচার। তুমি গৃহে গমন করতে পার। শোধনক, একে বহিস্কৃত করে দাও। (শোধনক কর্ত্তৃক বসন্তের মাতাকে বহিস্করণ)

বসন্ত-মাতা। চারুদত্ত—চারু—চারু—বাপ্‌রে আমার!

[প্রস্থান।

বিচার। চারুদত্ত, অপরাধ নির্ণয়ের ভার আমাদের উপর, কিন্তু দণ্ড দেবার ভার রাজার। শোদনক, তুমি রাজাকে সমস্ত বিবরণ অবগত করে বলগে যে অপরাধী চারুদত্ত ব্রাহ্মণ; মনুর অনুজ্ঞায় এঁর প্রাণবধ হতে পারেনা, তবে ধনসম্পত্তির সহিত নির্ব্বাসিত হতে পারে।

[শোধনকের প্রস্থান।

সংস্থা। (স্বগতঃ) এখানকার কার্য্য ত আমার উপযুক্ত রকম উদ্ধার হয়ে গেল, এখন প্রস্থান করি।

[প্রস্থান।

(শোধনকের পুনঃ প্রবেশ)

শোধ। ধর্ম্মাবতার! রাজা সমস্ত শুনে বল্লেন যে অপরাধীর গলায় বসন্তসেনার গহনা বেঁধে দিয়ে ঢাক বাজিয়ে দক্ষিণ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ক আর সেইখানে একে শূলে দেওয়া হ'ক। এই রকম কঠিন দণ্ড দেখলে ভবিষ্যতে লোকেরা এমন কুকাজ আর করবেনা।

মৈত্রেয়। বিচার-বিমূঢ় রাজা!

অনায়াসে বিপ্রবধে আদেশ করিলি?

কুমন্ত্রীর পরামর্শে

এইরূপে কতরাজ্য যায় ছারখারে।

চারু। ভাইরে মৈত্রেয়!

গৃহে গিয়া জননীর পায়

মাগিও বিদায় মম তরে।

ধূতারে দেখোরে—

রোহসেনে পিতাসম পালিবে যতনে।

মৈত্রেয়। ছিন্ন হ'লে মূল—

বৃক্ষকুল বাঁচিবে কেমনে?

চারু। মৃতপিতা বেঁচে রয় সন্তান বাঁচিলে।

মৈত্রেয়। কেমনে ধরিব প্রাণ, তুমি ছেড়ে গেলে?

চারু। ভাইরে মৈত্রেয়!

রোহসেনে দেখাও আমায়।

জনমের মত তারে করি' দরশন—

জুড়াব নয়ন;

চুমি' তার বিমল বদন

শীতল করিব হলাহল-তপ্ত মন।

[মৈত্রেয়ের প্রস্থান।

বিচার। শোধনক, চণ্ডালদের ডাক, তারা রাজাজ্ঞা প্রতি-পালন করুক। [বিচারপতি, শ্রেষ্ঠী ও ধনদত্তের প্রস্থান।

শোধ। (চারুদত্তের প্রতি) এইদিকে এস।

[চারুদত্তকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন ও করবীমালা পরিহিত চারুদত্তকে লইয়া গোহ এবং চিন্তা ও তৎপশ্চাৎ নগরবাসীগণের প্রবেশ)

চিন্তা। পথ ছাড় পথ ছাড়, সরে দাঁড়াও সরে দাঁড়াও।

গোহ। তোমরা কি দেখতে এসেছ? তোমরা কি জাননা যে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জ্জন, গো-প্রসব, নক্ষত্রপাত আর সাধুলোকের মৃত্যু—এ সব চোখে দেখতে নাই? দেখ ভাই চিন্তা দেখ দেখ, যেন সমস্ত নগরবাসীদের উপর দণ্ডবিধান হয়েছে। একি! আকাশ কাঁদছে নাকি?

চিন্তা। না ভাই গোহ, তা নয়—ও আকাশের জল নয়, ঐ যে স্ত্রীলোকেরা ছাদে আর জানালায় মেঘের মত দাঁড়িয়ে আছে ও তাদের চোখের জল; কিন্তু পথে এমনি লোকের ভিড় যে সে জলে মাটি ভিজছে না।

গোহ। এখানে থেমে একবার দামামা বাজিয়ে রাজার আজ্ঞা ঘোষণা কর।

চিন্তা। নগরবাসীগণ! শোন শোন—বিনয়দত্তের পৌত্র, সগরদত্তের পুত্র চারুদত্ত বসন্তসেনার গহনা চুরী করেছে আর তাকে বধ করেছে। বিচারে তার অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে রাজাজ্ঞায় তার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা হয়েছে। তোমরা সকলে সাবধান হও—যারা যারা এই রকম গুরুতর অপরাধ করবে তাদের এই রকম গুরুতর শাস্তি হবে।

চারু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) হায় হায়! আমি কোন দোষে দোষী নই, তবু অকারণ আমার অপযশ ঘোষণা করছে; করুক, তাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু—কিন্তু—আমার সুপবিত্র গোত্রের অপরাধ কি? আমার পিতা পিতামহের নামে কলঙ্ক কেন? ওঃ! কি লজ্জা! কি লজ্জা! মর্ম্মে বড় ব্যথা পেলেম, মুখে আর কথা ফুটছে না, দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

গোহ। সর সর, পথ ছাড় পথ ছাড়।

নেপথ্যে। বাবা! বাবা!

নেপথ্যে। সখা! সখা!

চারু। ভাই চণ্ডালগণ, আমার একটী ভিক্ষা আছে।

গোহ। চণ্ডালের নিকট ব্রাহ্মণের কি ভিক্ষা?

চারু। তোমাদের কাছে আমার এই মিনতি, ঐ আমার শিশু সন্তানটী শেষের বিদায় গ্রহণ করতে আসছে, একটীবার ওকে আমার কাছে আসতে দাও।

গোহ। আচ্ছা আচ্ছা, আসতে দাও। তোমরা সব সরে দাঁড়াও—এস এস এই দিকে এস।

(রোহসেন ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

রোহ। বাবা! বাবা! (চারুদত্তের পদতলে পতন)

চারু। বৎস! বৎস! আয় কোলে মোর। (আলিঙ্গন)

আহা! কেমনে এ ক্ষুদ্র হাতে
নিভাতে পারিবি চিতানল।
পরলোকে তৃষা মোর বড়ই রহিবে—
এই ক্ষুদ্র করে বারি কতই ধরিবে।
নাহি কিছু দিতে মোর—কি দিবরে তোরে—

অন্তিম সময় উপনীত—

উপবীত করবে গ্রহণ—

ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন! (উপবীত প্রদান)

গোহ। চারুদত্ত, চলে এস, আর বিলম্ব করতে পারিনি।

রোহ। আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস।

চারু। আমাকে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে। ছাগলকে যেমন করে সাজিয়ে যূপকাষ্ঠের কাছে নিয়ে যায়, আমাকেও তেমনি করে সাজিয়ে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে।

গোহ। যারা চণ্ডালকুলে জন্মায় তারাই যে কেবল চণ্ডাল তা নয়, যারা সাধু সজ্জনের পীড়ন করে তারাও চণ্ডাল।

রোহ। তবে আমার বাবাকে মেরে ফেলছিস কেন?

গোহ। রাজার আজ্ঞা, আমাদের দোষ নয়।

রোহ। আমার বাবাকে তোরা ছেড়ে দে, আমায় বধ কর্।

গোহ। আহা সাধু! সাধু! দীর্ঘজীবী হও।

চারু। (রোহসেনকে আলিঙ্গন করিয়া) আহা পুত্রধনই সকলের শ্রেষ্ঠ ধন। কি অধন কি সধন, এ ধন পেলে সকলেরি সমান সুখবর্দ্ধন হয়। সুবাসিত ওষধিগণই বল, আর সুগন্ধ চন্দনই বল, হৃদয়ের তাপ নিবারণ করতে কি প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধন করতে—এরা কেহই নন্দনের সম সমর্থ নয়।

মৈত্রেয়। ভাই চণ্ডালগণ, আমার সখাকে ছেড়ে দাও; তোমাদের একজনকে পেলেই ত হ'ল, আমাকে নাও—আমাকে বধ কর।

চারু। ক্ষান্ত হও সখা, ক্ষান্ত হও।

গোহ। চলে এস। সরে যাও না, কি দেখছ? সরে দাঁড়াও।

সোণার কলসী দড়ী ছিঁড়ে আজ কূপের মধ্যে পড়েছে তাই কি তোমরা দেখতে এসেছ?

(স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থাব। দাঁড়াও দাঁড়াও, থাম থাম।

গোহ। কে দাঁড়াতে বলে?

স্থাব। আমার কথা শোন—চারুদত্ত নির্দ্দোষী। আমিই বসন্তসেনাকে বাগানে নিয়ে গিয়েছিলেম, আর সেইখানে আমার প্রভুই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

চারু। আহা!

কেরে আসি সুধারাশি শ্রবণে ঢালিল।
প্রাণ যায়—নাহি দায়—কলঙ্ক ঘুচিল॥

গোহ। তুমি কি যথার্থ কথা বলছ স্থাবরক?

স্থাব। যথার্থই বলছি। অনেক আগে বলতে পারতেম, তবে আমাকে ঘরে পূরে বেঁধে রেখেছিল বলে বেরুতে পারিনি। তোমাদের গোলমাল শুনে স্থির থাকতে পারলেম না—জোর করে শিকল ছিঁড়ে উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে আসছি।

গোহ। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সংস্থানকের বাটীর সম্মুখস্থ পথ

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সংস্থানকের প্রবেশ)

সংস্থা। হেউ—আঃ—আজ আহারটা কিছু গুরুতর গোছের হয়েছে ; মৎস্য, মাংস, শাক, সুপ, তিক্ত, অম্ল, মধুর—কোন রসই রসনায় আস্বাদন করতে ছাড়িনি।—কিসের শব্দ হচ্ছে ? ওঃ বুঝিছি বুঝিছি। সেই চারুদত্ত বেটাকে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে ; ছাদে উঠে ভাল করে দেখিগে। শুনেছি যে এ জন্মে শত্রুর মরণ দেখলে আর জন্মে আর চখের দোষ জন্মায় না। খুব ভিড় হয়েছে দেখছি যে। এই দরিদ্র চারুদত্তের বেলায় এত ভিড়, না জানি আমার মত একজন বড়লোকের বেলা আরো কত হবে ? ভাল, ওকে ত দক্ষিণ শ্মশানে নিয়ে যাবে, এদিকে আসছে কেন ? আর সব চুপচাপ মেরে গেল কেন ? জানালায় উঠে ভাল করে দেখতে হ'ল। (ভিতরে প্রবেশ ও জানালায় দণ্ডায়মান) একি ! স্থাবরক বেটা ত ঘরে নাই ? পালিয়েছে বুঝি ? হায় হায়, সব মাটি হয়ে গেল, সব মাটি হয়ে গেল। যাই, সে বেটাকে ধরবার চেষ্টা করি।

[প্রস্থান।

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সংস্থানকের প্রবেশ ; অপরদিক হইতে নগরবাসীগণ, মৈত্রেয়, রোহসেন, স্থাবরক, চারুদত্ত, গোহ ও চিন্তার প্রবেশ)

সংস্থা। (অগ্রসর ও স্থাবরকের হস্ত ধরিয়া জনান্তিকে) স্থাবরক, যাদু আমার, এস ঘরে যাই, ছি এখানে কি থাকতে আছে ?

স্থাব। কি? বসন্তসেনাকে বধ করে ক্ষান্ত হওনি? আবার এই নিরীহ ভদ্রলোককে মারবার ফন্দি করেছ?

সংস্থা। কে? আমি? আমি হচ্ছি একটা রক্তকুম্ভ, আমি একটা মেয়েমানুষকে খুন করিছি?

নগরবাসীগণ। হাঁ হাঁ, তুমিই করেছ, তুমিই করেছ; চারুদত্ত নয়।

সংস্থা। কে একথা বলে?

নগরবাসীগণ। এই সাধুপুরুষ বলছে।

সংস্থা। কে? আমার ভৃত্য? (স্বগতঃ) এই বেটা বইত আর কেউ জানেনা। (প্রকাশ্যে) ও বেটা চোর! আমার সোণার গহনা চুরী করেছিল বলে আমি ওকে প্রহার করে-ছিলেম আর বেঁধে রেখেছিলেম, তাতে ওর রাগ হবেনা? সেই জন্যই আমার নামে এই রকম করে লাগিয়েছে। (স্বর্ণবলয় প্রদান করিতে করিতে জনান্তিকে) এই সোণার বালা নে, কথাটা ফিরিয়ে নে।

স্থাব। (বলয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া) এই দেখুন এই দেখুন, সোণার বালা দিয়ে আমায় এখন ভোলাতে যাচ্ছে।

সংস্থা। (বলয় কাড়িয়া লইয়া) এই—এই সেই বালা—যা চুরী করেছিল বলে আমার কাছে মার খেয়েছিল। বিশ্বাস না হয় ওর পিঠের কাপড় খুলে দেখ।

গোহ। (দেখিয়া) যথার্থ বটে; ওর কথার বিশ্বাস কি?

স্থাব। দাসত্বের এই দুর্দ্দশা! সত্য কথা কইলেও কেউ বিশ্বাস করেনা। (চারুদত্তের পদে পতন) আর্য্য! আর কোন উপকার করা আমার সাধ্য নাই।

চারু। ওঠ ওঠ, অদৃষ্ট যার বিমুখ, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কেন কষ্ট পাও?

গোহ। আপনি যখন ওকে বিশেষ রকম শাসিত করেছেন, তখন ওকে ছেড়ে দিন।

সংস্থা। স্থাবরক, যা যা, এখান থেকে চলে যা।

[স্থাবরকের প্রস্থান

একে বধ করবার বিলম্ব করছো কেন?

গোহ। আপনি যদি ব্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহ'লে না হয় নিজেই কাজ সারুন।

রোহ। ওগো আমায় মেরে ফেল, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।

সংস্থা। ও দুজনকেই একবারে মেরে ফেল।

চারু। যাও বৎস! ত্বরা যাও ঘরে,
মরে তোর অভাগা জনক।
ত্যজ্য করি' উজ্জয়িনী,
জননীর সনে তথা কর অবস্থান—
যথা মম অপযশ-গান
পশিবেনা শ্রবণ-বিবরে।
যাও সখা! লয়ে যাও ত্বরা—
লব না সয়—
বড় ভয় কি জানি কি হয়।

মৈত্রেয়। ভাবিছ কি মনে ভাই,
তোমা বিনে বাঁচিব জীবনে?

চারু। হেন কথা বোলোনা বদনে;

প্রাণ নহে ইচ্ছার অধীন!
ইচ্ছায় কেমনে বল ত্যজিব সে প্রাণ?
প্রাণ ত তোমার নয়—
কেমনে করিবে লয়
মহাপ্রাণী-দত্ত সেই ধনে?

মৈত্রেয়। (স্বগতঃ) বুঝিতে নারিনু কিছু;
যা হয় করিব পিছু,
আগে যাই ধূতাদেবী ঠাঁই।

(রোহসেনকে কোলে গ্রহণ)

সংস্থা। আরে! আমি না বল্লেম বাপ বেটাকে একত্রে মেরে ফেল?

গোহ। রাজার ত সে রকম আজ্ঞা নয়।—যাও যাও, চলে যাও।

(মৈত্রেয় ও রোহসেনকে বহিষ্করণ)

নেপথ্যে। বাবা! বাবা!

সংস্থা। (স্বগতঃ) লোকেরা বোধ হয় বিশ্বাস করছে না যে চারুদত্ত দোষী। (প্রকাশ্যে) ঐ! তুই কেন সকলের সামনে স্বীকার করনা যে আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি? আ মোলো! চুপ করে রইলি যে?—চণ্ডাল! বেত লাগিয়ে ওর বোল ফুটিয়ে দাও ত।

চিন্তা। (বেত্রাঘাত করিয়া) বল্ বল্।

চারু। ভাইরে, আমি প্রহারকে ভয় করিনা, ভয় করি অপযশে! আমার গাত্র তোমাদের বেত্রাঘাত অনায়াসেই সহ্য করছে, কেবলমাত্র কলঙ্ক রটনায় আমার প্রাণ পীড়িত হচ্ছে।

যে অবলা সরলমনে প্রাণ সমর্পণ করেছিল, দুরাচার ধনের লোভে অনায়াসে তাকে নিধন করলে—লোকে যে এই কথা বলছে সেই চিন্তাতেই আমার হৃদয়ে শতসহস্র বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত পাচ্ছি।

গোহ। চিন্তা, আজ তোমার পালা।

চিন্তা। না না, তোমার।

গোহ। দেখি। (গণনা করিয়া) আচ্ছা, যদি আমার পালা হয় তাহ'লে যত পারি দেরি করবো।

চিন্তা। কেন?

গোহ। বাবা যখন স্বর্গে যান তখন আমায় বলে যান যে, দেখো বৎস, যদি তোমাকে কোন অপরাধীর প্রাণবধ করতে হয়, তাহ'লে হঠাৎ সে কাজ করবে না। কারণ, হয় ত কোন সাধুপুরুষ প্রচুর অর্থ দিয়ে দোষীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, হয় ত রাজার ছেলে জন্মাতে পারে, তাহ'লে মহোৎসব উপলক্ষে সকল অপরাধীর দণ্ড রহিত হতে পারে; হয় ত মদমত্ত হস্তী পথে বেরুতে পারে; হয় ত রাজপরিবর্ত্ত ঘটতে পারে, তাহ'লে দোষীসকল পরিত্রাণ পেতে পারে।

সংস্থা। (স্বগতঃ) কি কি? রাজপরিবর্ত্ত? (প্রকাশ্যে) চট্‌পট্।

গোহ। আর্য্য চারুদত্ত, আমরা কেবল রাজার অনুমতি পালন করতে এসেছি, এতে আমাদের কোন অপরাধ নাই। আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে ত বলুন।

চারু। ধর্ম্মের যদি কিছুমাত্র প্রভাব থাকে তাহ'লে আমি এই প্রার্থনা করি যে সুরলোকেই হ'ক আর যেখানেই হ'ক—

যেখানে আমার প্রিয়া আছেন—সেইখান থেকে স্বভাবগুণে যেন আমাকে এই কলঙ্ক হতে বিমুক্ত করেন।—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

গোহ। দক্ষিণ শ্মশানে।

চারু। হা অদৃষ্ট! (উপবেশন)

সংস্থা। (স্বগতঃ) মরণটা দেখে যাওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) বসলি যে ?

গোহ। ভয় পেলে নাকি ?

চারু। (উঠিয়া) সরমের—মরণের নয়।

গোহ। বিপদ ত সকলেরি আছে; দেখ আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য, তাদেরও মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়তে হয়।—এইখানে একবার ঘোষণা দাও।

চিন্তা। নগরবাসীগণ! শোন শোন—বিনয়দত্তের পৌত্র, সগরদত্তের পুত্র চারুদত্ত বসন্তসেনার গহনা চুরী করেছে আর তাকে বধ করেছে; বিচারে তার অপরাধ সাবাস্ত হয়ে রাজাজ্ঞায় তার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা হয়েছে। যারা যারা এই রকম গুরুতর অপরাধ করবে, তাদের এই রকম গুরুতর শাস্তি হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্মশান

(চারুদত্ত উপবিষ্ট ; গোহ, চিন্তা, সংস্থানক ও নগরবাসীগণ)

গোহ। আর্য্য চারুদত্ত, আমরা রাজার অনুমতি পালন করতে এসেছি, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

চারু। তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।

গোহ। মাথা সোজা করে বসুন—উপরদিকে চান—এক কোপে কাটতে পারলে স্বর্গে যাবেন।

(কাটিতে উদ্যত ও খড়্গ স্খলন)

একি হ'ল! তরোয়ালের বাঁটত খুব জোর করে ধরেছিলেম, হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল কেন? চারুদত্ত নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে। আহা মাগো সহ্যবাসিনি! তাই কর মা। যদি চারুদত্ত রক্ষা পায়, তাহ'লে জানব যে চণ্ডালকুলের উপর তোমার বিলক্ষণ দয়া আছে।

চিন্তা। রাজার অনুমতি বিরুদ্ধ কাজ করছো কেন? শূলে চড়াও।

(চারুদত্তকে শূলের নিকট লইতে উদ্যত ; বসন্তসেনার প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে [illegible]বাহক)

বসন্ত। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—হের অভাগীরে—

যার তরে মরে মম প্রিয়তম চারু। (চারুর পদে পতন)

নগরবাসীগণ। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

গোহ। বসন্তসেনা!—আমাদের হাতে নির্দ্দোষীর মরণ

হবেনা। তোমরা শীঘ্র শীঘ্র রাজাকে সংবাদ দাওগে; তিনি যজ্ঞগৃহে আছেন।

সংস্থা। বসন্তসেনা বাঁচলো কি করে! এ কার কাজ? এখানে আর না, সরে পড়াই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

গোহ। দেখ্, বসন্তসেনার হত্যাকারীকেই শূলে দেওয়া ত রাজার আদেশ? তা রাজার শালাকেই ধরিগে চল্।

চিন্তা। সেই ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চারু। এ সঙ্কটে নিকটে কে আইলরে বরনারী,

বাঁচাইল শুষ্কতরু ঢালি' সঞ্জীবনী বারি।

একি সে বসন্তসেনা? না না সে না, না না সে না,

সেকি মরে ধরায় জীবন?

স্বর্গ হ'তে কোন নারী, বুঝি ধরি' রূপ তারি,

তারিতে আইল অভাজন।

বসন্ত। শ্রীচরণে হের দাসী।

চারু। তুমি কি বসন্ত—মম প্রাণের প্রেয়সী?

বসন্ত। আমি সেই পাপীয়সী, যার তরে দুখরাশি,

পশিয়াছে সাধুর জীবনে।

চারু। বসন্ত! শান্ত হও—কোরোনা রোদন,

বিধির ঘটন কেবা করে নিবারণ।

কোথায় মরণ, কোথা শুভ সম্মিলন!

এই মম রক্তবাস—পট্টবাস পরিণয়কালে;

এই মালা কুতূহলে, তুলে দিব বঁধুগলে

অমঙ্গল-রবে আর বাজিবে না ভেরী।
উৎসবে মাতাবে সবে মধুর লহরী ॥

(সম্বাহককে দেখিয়া) এ কে ?

বসন্ত। এঁরি কৃপায় আমি জীবন লাভ করিছি।

চারু। কোন্ সাধু আমার প্রেয়সীর প্রাণদান করলেন ?

সম্বা। আর্য্য, আমায় চিন্তে পারছেন না ? আমার নাম সম্বাহক, পূর্ব্বে আমি আপনার সেবক ছিলেম, পরে নীচলোকের সংসর্গে দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়ে বিপদগ্রস্ত হই। এই দয়াবতীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাই, পরে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করি। সৌভাগ্য ক্রমে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে উপস্থিত হতে পেরেছিলেম বলে এঁর জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেম।

(শর্ব্বিলকের প্রবেশ)

শর্ব্বি। আর্য্য, অভিবাদন করি।

চারু। আপনাকে চিন্‌তে পারছিনি।

শর্ব্বি। "শর্ব্বিলক" সর্ব্বলোকে কয়,
কিন্তু, তস্কর নামেতে তব পাশে পরিচয়।
আমি সেই মহাপাপী—পশি' তব গৃহে
চুরী করি বসন্তসেনার অলঙ্কার—
ক্ষমার অযোগ্য নীচ হীন দুরাচার !

চারু। (আলিঙ্গন করিয়া) আর না, আর না মহাশয় !

শর্ব্বি। সদাশয় ! আরো আছে মম নিবেদন।
যজ্ঞাগারে পালকেরে করিয়া নিধন,
আর্য্যক লইল উজ্জয়িনী সিংহাসন।

চারু। কারাগারে তোমা হ'তে পেয়েছিল ত্রাণ।

শর্ব্বি। তোমার কৃপায় আর্য্য পেয়েছিল প্রাণ,
তব প্রাণ তার প্রতিদান!
আর তব রাখিতে সম্মান,
কুশাবতী রাজ্য তোমা করেছেন দান।

নেপথ্যে। হিঁচড়ে আন বেটাকে, হিঁচড়ে আন।

(বন্ধনাবস্থায় সংস্থানককে টানিতে টানিতে গোহ ও
নগরবাসীগণের প্রবেশ)

সংস্থা। (স্বগতঃ) আর আমার নিস্তার নাই; চারিদিকেই শত্রু—কে আর আমায় রক্ষা করবে? (চারুদত্তের পদে পতন) আর্য্য, আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর।

গোহ। আপনি কোন কথা কবেন না, আমাদের হাতে দিন, আমরাই ওকে ঠিক করে দিচ্ছি।

সংস্থা। আর্য্য চারুদত্ত, আমি নিরাশ্রয়, তোমার চরণে শরণ নিলেম।

চারু। ভয় নাই ভয় নাই। যেজন শরণাগত—অরি-করে শঙ্কা নাই তার।

শর্ব্বি। নিয়ে যাও, আর্য্য চারুদত্তের পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। এটাকে কেন রক্ষা করছেন?—বাঁধ, এটাকে কুকুরের মুখে ফেলে দাও, না হয় করাত দিয়ে চিরে ফেল, না হয় শূলে দাও। শীগ্‌গির শীগ্‌গির—দেরি কোরোনা দেরি কোরোনা।

চারু। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও,
শুনিবে কি মম নিবেদন?

শর্ব্বি। অবশ্য শুনিব।

সংস্থা। আর্য্য, আমি তোমার শরণাগত, আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর, আর আমি তোমার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করবো না।

নগরবাসীগণ। মেরে ফেল, ওটাকে এখনি মেরে ফেল, এমন পাপিষ্ঠকে এখনও জীবিত রাখতে আছে?

সংস্থা। (বসন্তসেনার প্রতি) ভদ্রে, আমায় প্রাণরক্ষা কর, আর আমি তোমার প্রাণবধ করবো না।

শর্ব্বি। কি করবো অনুমতি করুন।

চারু। রাখিবে কি মম অনুরোধ?

শর্ব্বি। অবশ্য রাখিব।

চারু। মুক্তি দেহ এই অভাগায়।

শর্ব্বি। একি যুক্তি শুনি সদাশয়?

চারু। যে জন শরণাগত, চরণে পতিত,
বধিতে তাহারে প্রাণে, যুক্তি নহে কভু।

শর্ব্বি। প্রভু, প্রভু, এ পামর বড়ই পাষণ্ড!

চারু। ক্ষমাই ইহার পক্ষে সমুচিত দণ্ড।

শর্ব্বি। বিস্ময় মানিনু মনে!
আজ্ঞা তব করিব পালন।—
বন্ধন খুলিয়া দাও—যাও চলি' যথা তব মন।

(সংস্থানকের বন্ধন মোচন ও তাহার দ্রুত পলায়ন)

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দ। সর্ব্বনাশ হ'ল সর্ব্বনাশ হ'ল! ধুতাদেবী জ্বলন্ত-চিতায় প্রবেশ করছেন, আমি বল্লেম ক্ষান্ত হ'ন ক্ষান্ত হ'ন, আর্য্য চারুদত্ত বেঁচে আছেন—এই বলে ছুটে সংবাদ দিতে এসেছি, এতক্ষণে কি হয়েছে বলতে পারিনি।

চারু। একি বাণী পশিল শ্রবণে!
পতিপ্রাণে! কোন প্রাণে পতিরে তেজিয়া
চলে গেলে দিব্যধামে? হা চারু-চরিতে! (মূর্চ্ছা)

শর্ব্বি। হায় হায় কি হ'ল কি হ'ল—
এত যত্ন সকলি বিফল!

বসন্ত। ওঠ আর্য্য! ধৈর্য্য ধর, শান্ত কর মন—
ত্বরায় গমন কর বাঁচাও জীবন।

চারু। কৈ কৈ কোথা মম প্রাণ-প্রিয়তমে!
উত্তর না দাও কেন এ দীন অধমে।

চন্দ। চলুন চলুন, আর বিলম্ব করবেন না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ

চিতা প্রজ্জ্বলিত।

(ধুতাদেবী, রোহসেন, মৈত্রেয় ও রদনিকা)

(চিতামধ্যে ধুতা পড়িতে উদ্যতা—রোহসেন কর্ত্তৃক নিবারণ)

ধুতা। ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে অভাগী সন্তান—
স্বামী-অপযশ-গান? রাখিব না আর পাপ প্রাণ।

রোহ। মা মা! তুই গেলে আমি বাঁচবো কেমন করে মা?

মৈত্রেয়। ক্ষান্ত হও ধুতাদেবি!
পাপকার্য্যে নাহি কর মন।

সংস্থা। অ
রক্ষা কর, আ
নগরবা'
এমন পা
সং
কর,

ধর শাস্ত্রের বচন—
স্বামী বিনা করিবে না অনন্ত-চিতায় আরোহণ
ধূতা। পাপ করি নরকে পচিব,
তবু প্রভুনিন্দা না শুনিব কাণে।
ধররে সন্তান—
আমি জুড়াইব প্রাণ,
পশি' পাপতাপহারী হুতাশনে।
রদনিকে, দেখো রোহসেনে—
বাছা কিছু নাহি জানে;
প্রাণে যেন না পায় বেদনা—
ফুরাইল সকল কামনা।

মৈত্রেয়। কুণ্ডে যদি একান্ত পশিবে,
আগে মোরে যেতে দাও তবে।
আগে যাইলে ব্রাহ্মণ—পূত হবে হুতাশন,
তার পরে কোরো যাহা লয় তব মন।

ধূতা। হায়! কেহ না রাখিল এই দুখিনী-বচন।
কোলে আয় যাদুধন,
মুখ করিরে চুম্বন,
বিধাতা রহিল তোরে করিতে পালন।
দরিদ্র সন্তান! কোরো তিলজল দান
হতপ্রাণ পিতামাতা তরে।

প্র
বৈ
হে

(চারুদত্ত, শর্বিলক, সম্বাহক, গোহ ও চন্দনক প্রভৃতির প্রবেশ

চারু। গ্রহগণে দাও ধন্যবাদ—
ঘুচিল প্রমাদ! (রোহসেনকে কোলে গ্রহণ)

ধূতা। কার স্বর পশিল শ্রবণে?
প্রাণনাথ বেঁচে আছে প্রাণে?

রোহ। মা মা! বাবা এসেছে, বাবা এসেছে; কাঁদিসনে মা, আর কাঁদিসনে, বাবা এসেছে।

চারু। প্রিয়তমে! একি তব রীত?
যতক্ষণ গগনে তপন—
ততক্ষণ কমলিনী মুদে কি নয়ন?

মৈত্রেয়। সখা—সখা! সত্য কি এসেছ তুমি হেথা?
পতিব্রতা ধন্য এ জগতে,
যাঁর পুণ্যফলে মৃতপতি পুনঃ পায় প্রাণ।

চারু। সখা! সখা! (আলিঙ্গন)

রদ। আর্য্য, অভিবাদন করি। (পদে পতন)

চারু। আশীর্ব্বাদ করি তোরে প্রাণের সহিত।

ধূতা। বসন্ত, এস এস ভগিনী আমার। (আলিঙ্গন)

বসন্ত। (পদে পতিত হইয়া) এতক্ষণে পাইলাম প্রাণ।

শর্ব্বি। আর্য্যক ভূপতি শুনি' তব গুণগান
বধূনাম দিলেন তোমারে।

(বসন্তের মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন)

বসন্ত। কৃতার্থ হলেম আজি রাজার প্রসাদে।

শর্ব্বি। ভিক্ষুপ্রতি কিবা অনুমতি?

চারু। কিবা তব অভিলাষ করহ প্রকাশ।

সখা। হেরিলাম দুখের আগার এ সংসার—
আর না রহিতে চাহি হেথা।

চারু। যথা তব তথা করহ গমন।

সংস্থা। ৎর প্রতি) কুলপতি কর সর্ব্ব বিহার উপরি।

রক্ষা কর র্ণ। যথা আজ্ঞা হইবে পূরণ।

ন: পুত্রা· স্থাবরকে কিবা পুরস্কার ?

এমন চারু। দাসত্ব শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত কর ওরে ;

চণ্ডালেরা হ'ক চণ্ডালের অধিপতি,

নগরের দণ্ডপালপদে চন্দনকে বসাও এখন।

শর্ব্বি। আর কিবা অভিলাষ করে তব মন ?

আর্য্যকের ইচ্ছা—সব করিতে পূরণ।

চারু। অভিলাষ হয়েছে পূরণ,

যবে অপযশ হয়েছে মোচন।

আরো মম অভিলাষ করহ শ্রবণ।

ধরাধামে ধেনুচয়, যেন দুগ্ধবতী রয়,

ভূমি হয় সর্ব্বশস্যময়।

বারি বরিষণ যেন হয় সুসময় ॥

দ্বিজগণ নিজধর্ম্ম করেন রক্ষণ,

শান্তি সুখে সদা যেন রহে নরগণ,

মধুর সমীর যেন বহে অনুক্ষণ,

রাজা যেন অরিদলে করিয়ে দলন,

হ'য়ে নীতিপরায়ণ, প্রজাপ্রতি রেখে মন,

সযতনে নিজরাজ্য করেন শাসন ॥

যবনিকা।